শওকে ওয়াতান

(মৃত্যু, মোমেনের শান্তি)

মূল উর্দূঃ

হাকীমুল উম্মত মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত মওলানা

আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)

অনুবাদঃ

মোহাম্মদ খালেদ

প্রকাশনায়ঃ

মোহাম্মদী লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা - ১২১১

সূচীপত্র

বিষয় ঃ	পৃষ্ঠা ঃ

বিষয় ঃ	পৃষ্ঠা ঃ

অবতরণিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى بشر المؤمنين برضائه و سلى للمشتاقين بوعد لقائه و الصلوة و السلام على محمد الحبيب المحبوب الذى هو وصلة بين الرب و المربوب، و على اله و اصحبه و الفائزين بالمطلب الاقصى و المقصد الاسنى*

সকল প্রশংসা সেই মহান রাব্বুল আলামীনের যিনি ঈমানদারগণকে নিজ সন্তুষ্টির সুসংবাদ দান করিয়াছেন। আর সান্ত্বনা দান করিয়াছেন স্বীয় দীদারের প্রতিশ্রুতির কথা শুনাইয়া। দুরূদ ও ছালাম রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যিনি রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে তাঁহার বান্দাদের সেতুবন্ধনের মাধ্যম। তাঁহার পরিবার-পরিজন ও ছাহাবায়ে কেরামের উপর এবং জীবনের মূল লক্ষ্যে উপনীত সফলকাম বান্দাগণের উপর।

আনুমানিক তিন বৎসর পূর্বে আমাদের মোজাফ্‌ফর নগর জিলায় মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দেয়। আমাদের থানাভবনসহ গোটা জিলায় এই সর্বনাশা ব্যাধি দীর্ঘ দিন যাবৎ অব্যাহত ছিল। প্লেগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াইয়া পড়িল এবং প্রাণভয়ে অনেকেই নিজেদের আবাস ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল।

ইসলাম মানুষের সকল দুঃখ-কষ্ট এবং আত্মা ও দেহের যাবতীয় রোগ-ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভের উপায় নির্দেশ করিয়াছে। বস্তুতঃ মানুষের যাবতীয় দুঃখ-যাতনার মূল কারণ হইল সংযম-ধৈর্য এবং আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্টির অভাব। আর পার্থিব জীবনের প্রতি আসক্তি এবং আখেরাতের প্রতি নিস্পৃহতার কারণেই মানব হৃদয়ে সংযম, সহনশীলতা এবং আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা ও ভরসা পয়দা হইতেছে না। ইহা সর্বজন বিদিত যে, রোগ নিরাময়ের যথার্থ উপায় হইল রোগের মূল উৎস নির্মূল করা। রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

حب الدنيا رأس كل خطيئة ·

অর্থাৎ যাবতীয় পাপাচারের মূল কারণ হইল দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা।

অন্যত্র এরশাদ করিয়াছেন–

اكثروا ذكر هاذم اللذات

অর্থাৎ– দুনিয়ার স্বাদ-সম্ভোগ বিনাশকারী মৃত্যুর কথা বেশী বেশী স্মরণ কর।

মোটকথা, প্রথম হাদীসটিতে গোনাহের মূল কারণ চিহ্নিত করিয়া দ্বিতীয় হাদীসটিতে উহা নির্মূল করার উপায় নির্দেশ করা হইয়াছে।

বিরাজমান অবস্থার এছলাহ্ ও সংশোধনকল্পে আমি ওয়াজ-নসীহত ও মাহফিল সমূহে সাধারণ মানুষকে আখেরাতের অনন্ত সুখ-শান্তি ও নেয়মতের প্রতি উৎসাহিত করিতে সচেষ্ট হইলাম। বস্তুতঃ আখেরাতের নাজ-নেয়মতের প্রতি মানুষের উৎসাহ বৃদ্ধির ফলে অস্থায়ী ভোগ-বিলাসের প্রতি অনাসক্তি ও নিস্পৃহতা অনিবার্য। আর মৃত্যুর মাধ্যমেই কেবল আখেরাতের এই নেয়মত লাভ করা সম্ভব। সুতরাং এই কারণেই আমি ওয়াজ-নসীহত ও বয়ানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, যেই মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ আখেরাতের সেই অফুরন্ত নেয়মত লাভ করিবে, সেই মৃত্যু নেয়মত বটে। মৃত্যুর মাধ্যমে আখেরাতের সেই নেয়মত লাভের পথে কবর, হাশর, কেয়ামত এবং মোমেনদের জন্য পরকাল সংক্রান্ত যেই সকল সুসংবাদ আসিয়াছে উহারও বিবরণ পেশ করিলাম।

পার্থিব জীবনে বিবিধ রোগ-শোক, বালা-মুসীবত, দুঃখ-যাতনা বিশেষতঃ প্লেগে আক্রান্ত হইয়া উহার উপর ধৈর্যধারণ করিতে পারিলে আখেরাতে উহার বিনিময়ে যেই ছাওয়াব এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রতিশ্রুতি বিবৃত হইয়াছে, উহাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ওয়াজ মাহ্ফিলের মাধ্যমে মানুষকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আল্লাহর মেহেরবানীতে আমার এই প্রচেষ্টা যে তাৎক্ষণিকভাবেই সফল হইয়া সাধারন মানুষের উদ্বেগ-আশংকার উপশম হইয়া তাহাদের মধ্যে আশার আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিয়াছি। আমি সুস্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করিয়াছি– আমার এই জাতীয় বয়ানের ফলে মৃত্যু-ভয়ে শঙ্কিত মানুষের অন্তরে ভয়-আশঙ্কা ও উদ্বেগের স্থলে মৃত্যুর বাসনা এবং মৃত্যুর মাধ্যমে পরকালের অফুরন্ত নেয়মত প্রাপ্তির আকাংখা পয়দা হইয়াছে।

আমি লক্ষ্য করিলাম, বিগত কয়েক বৎসর যাবতই ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই মহামারী প্লেগ দেখা দিতেছে। এই সর্বনাশা ব্যাধির উপর্যুপরী আক্রমণ আরো কত দিন অব্যাহত থাকিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। ফলে আক্রান্ত এলাকার সাধারণ মানুষ ভয়-আতঙ্ক ও উদ্বেগের শিকার হইয়া দুনিয়াতেও

দুর্বিসহ জীবন যাপন করিতেছে এবং ছবর-তাওয়াক্কুল ও ধৈর্যের অভাবে পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। সুতরাং আমি মনে করিলাম, এই পরিস্থিতিতে আমার উপরোক্ত রূহানী চিকিৎসা সকল অঞ্চলের সকল মানুষের জন্যই উপকারী ও কার্যকর হইবে। অর্থাৎ– উপদ্রুত অঞ্চলে এতদ্সংক্রান্ত প্রদত্ত আমার ওয়াজসমূহ যদি লিখিত আকারে অন্যান্য স্থানেও পৌছাইয়া দেওয়া হয় তবে আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানীতে হয়ত তাহারাও সমানভাবে উপকৃত হইতে পারিবে।

কিন্তু উপরোক্ত বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত আমার বয়ানসমূহ লিখিত আকারে এবং সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপন করার কাজটি ছিল খুবই শ্রমসাধ্য। এই পর্যায়ে আমি স্থির করিলাম, আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহঃ) রচিত শারহুছ্ছুদূর নামক কিতাব হইতে এতদ্সংক্রান্ত হাদীসসমূহ সংকলন করিয়া উহার সহজবোধ্য তরজমা করিয়া দিব। কারণ, ইহা আমাদের উদ্দেশ্যের সহিত খুবই সঙ্গতিপূর্ণ হইবে। ইত্যবসরে মিশর হইতে প্রকাশিত অপর একটি কিতাবও আমার হস্তগত হয়। উহাতেও মৃত্যু-পরবর্তীকালের সুসংবাদ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ আলোচিত হইয়াছে। অত্র কিতাবে আমরা সেই সকল হাদীসও উল্লেখ করিয়াছি এবং স্থান বিশেষে অন্যান্য কিতাব হইতেও সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

আমার এই কিতাবটির নাম দেওয়া হইয়াছে "শওকে ওয়াতান" অর্থাৎ– প্রকৃত নিবাস বা আখেরাতের বাসনা। এই নামটি এই কারণে আমার মনোপূত হইয়াছে যে, পরকাল আমাদের স্থায়ী ঠিকানা ও চূড়ান্ত নিবাস হওয়ার কারণে অবশ্যই উহা কাম্য ও কাংখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দুনিয়ার প্রতারণা ও গাফলতির কারণেই আমরা চিরস্থায়ী বাসস্থান আখেরাতের কথা ভুলিয়া বসিয়া আছি। অত্র কিতাবের মাধ্যমে মানুষের অন্তর হইতে দুনিয়ার আকর্ষণ ও মোহ দূর করিয়া আখেরাতের প্রতি উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

এক্ষণে আমি আশা করিতেছি, কিতাবটি এমন উপযোগী হইয়াছে যে, মৃত্যুজনিত ভয়-ভীতি ও আতঙ্কের পরিস্থিতিতে ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে কিংবা ছোট বড় সমাবেশে পড়িয়া শোনানো হইলে মানুষের মনে মৃত্যুর ভয়-উদ্বেগ ও আতঙ্কের স্থলে আনন্দ ও প্রশান্তি সৃষ্টি হইয়া মানুষ বরং মৃত্যুকেই ভালবাসিতে শুরু করিবে।

কিতাবটিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং অনুবাদের পাশাপাশি মূল আরবী হাদীসটিও উল্লেখ করা হইয়াছে। হাদীসের তরজমা

ব্যতীত অতিরিক্ত বক্তব্যের শুরুতে “ফায়দা” শব্দটি জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্‌ পাক আমাদের আশা অনুযায়ী কিতাবটিকে আখেরাতের উৎসাহ বৃদ্ধির উপকরণ হিসাবে কবুল করুন এবং সেই সঙ্গে আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণেরও তাওফীক দান করুন। আর আমাদের উপর তিনি আপন সন্তুষ্টি এনায়েত করুন। আমীন।

– আশরাফ আলী থানভী

১ম অধ্যায় ঃ

রোগ-শোক ও বালা-মুসীবতের বিনিময়ে ছাওয়াব

বিপদ আপদ ও দুঃখ-যাতনার ফলে গোনাহ্ ক্ষমা হওয়া সম্পর্কিত বোখারী ও মুসলিম শরীফের এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে-

عن ابى سعيد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب لمسلم من نصب و لا وصب و لا هم و لا حزن و لا اذى و لا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه · (متفق عليه - مشكوة)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমান যে কোন দুঃখ-বেদনা ও বালা-মুসীবতে পতিত হয়, এমনকি (তাহার দেহে যদি) একটি কাটাও বিদ্ধ হয়, তবে আল্লাহ পাক উহাকে তাহার গোনাহের কাফ্ফারা হিসাবে গণ্য করেন।

জ্বর গোনাহ্ ক্ষমা করে

عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لام السائب لا تسبى الحمى فانها تذهب خطايا بنى ادم كما يذهب الكير خبث الحديد ·

(رواه مسلم)

হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুস্ সায়িবকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, জ্বরকে কখনো খারাপ বলিও না। কারণ, জ্বর মানুষের গোনাহ্সমূহ এমনভাবে মুছিয়া ফেলে যেমন কর্মকারের যাঁতা লোহাকে জংমুক্ত ও পরিষ্কার করিয়া ফেলে। (মুসলিম শরীফ)

দৃষ্টিহানীর বিনিময়ে জান্নাত

কাহারো দৃষ্টি লোপ পাওয়ার উপর যদি সবর ও ধৈর্যধারণ করা হয় তবে উহার বিনিময়ে জান্নাত প্রাপ্তির ঘোষণা দিয়া বোখারী শরীফের এক হাদীসে বলা হইয়াছে-

عن انس قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول قال الله سبحانه و تعالى اذا ابتليت عبدى بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه · (رواه البخارى - مشكوة)

হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি এরশাদ করেন, আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, আমি যখন বান্দার প্রিয় চক্ষুদ্বয়ে মুসীবত দিয়া তাহাকে পরীক্ষা করি (অর্থাৎ তাহাকে অন্ধ করিয়া দেই) আর সে উহার উপর ধৈর্যধারণ করে, তবে উহার বিনিময়ে আমি তাহাকে জান্নাত দান করি।

অসুস্থ অবস্থায় পূর্ব-অভ্যস্ত আমলের ছাওয়াব

عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ابتلى المسلم ببلاء فى جسده قيل للملك اكتب له صالح عمله الذى كان يعمل فان شفاه غسله و طهره و ان قبضه غفر له و رحمه · (رواه فى شرح السنة)

হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমান যখন কোন শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তখন তাহার নেক আমল লেখার কাজে নিয়োজিত ফেরেশতাকে হুকুম করা হয় যে, এই বান্দা সুস্থ অবস্থায় যেই নেক আমল করিত সেই আমলের ছাওয়াব যেন আগের মত লেখা হইতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ পাক যখন তাহাকে আরোগ্য করেন তখন যাবতীয় গোনাহ হইতেও পবিত্র করিয়া দেন। আর যদি তাহাকে মৃত্যু দান করেন তবে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন এবং তাহার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। (শারহুস্ সুন্নাহ)

মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কষ্ট দান

عن محمد بن خالد السلمى عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله فى جسده او فى ماله او فى ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التى سبقت له من الله (رواه احمد و ابو داود - مشكوة)

মোহাম্মদ ইবনে খালেদ ছুলামী স্বীয় পিতা হইতে এবং তাহার পিতা তাহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মোমেন বান্দার জন্য যখন আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে এমন কোন মর্যাদা নির্ধারণ করা হয় যাহা সে নিজ আমল দ্বারা লাভ করিতে সক্ষম নহে; এমতাবস্থায় আল্লাহ পাক তাহাকে দৈহিক, আর্থিক বা নিজ সন্তানাদি দ্বারা বিবিধ কষ্ট ও পেরেশানী দান করেন এবং সেই সঙ্গে ঐ সকল পেরেশানীর উপর ধৈর্যধারন করিবারও তাওফীক দান করেন। অতঃপর ঐ ধৈর্যধারণ ও ছবরের বিনিময়ে তাহাকে ঐ মর্যাদা দান করা হয় যাহা তাহার জন্য পূর্বে নির্ধারণ করিয়া রাখা হইয়াছিল। (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ)

হাশরের দিন দুনিয়ার দুঃখ-যাতনার কদর উপলব্ধি হইবে

পার্থিব জীবনে আল্লাহ পাক মানুষকে বিবিধ দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করেন। অস্থায়ী জীবনের এই সাময়িক দুঃখ-কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করিয়া বান্দা পরকালে যখন উহার বিনিময়ে অফুরন্ত নেয়মত লাভ করে, তখন উহা দেখিয়া পৃথিবীর সুস্থ ও নিরাপদ জীবনের অধিকারী লোকেরা আক্ষেপ করিতে থাকে। নিম্নের হাদীসে উহাই বিবৃত হইয়াছে–

عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود اهل العافية يوم القيمة حين يعطى اهل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرضت فى الدنيا بالمقاريض . (رواه الترمذى)

হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন যখন দুনিয়াতে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদগ্রস্ত লোকদিগকে উহার বিনিময় প্রদান করা হইবে, তখন দুনিয়ার জীবনে সুস্থ-নিরাপদ ও সুখ ভোগকারী লোকেরা উহা দেখিয়া এমন বাসনা করিবে যে, আহা! দুনিয়ার জীবনে আমাদের দেহের চামড়া যদি কাঁচি দ্বারা চিরিয়া ফেলা হইত (তবে তো আমরাও আজ তাহাদের মত ছাওয়াব ও বিনিময় প্রাপ্ত হইতাম)।

'পেরেশানী' গোনাহের কাফ্ফারা

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كثرت ذنوب

العبد و لم يكن له يكفرها من العمل ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه (رواه احمد - مشكوة)

হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাজিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দার গোনাহের মাত্রা যখন বাড়িয়া যায় এবং তাহার নিকট এমন কোন নেক আমল না থাকে যাহা দ্বারা উহার কাফ্ফারা হইতে পারে, তখন আল্লাহ্ পাক বান্দাকে কোন বালা-মুসীবত বা পেরেশানীতে লিপ্ত করেন এবং উহাকে তাহার গোনাহের কাফ্ফারা হিসাবে গণ্য করেন।

২য় অধ্যায়

প্লেগ, পেটের পীড়া প্রভৃতির ফজিলত

কোন মুসলমান প্লেগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিলে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করিবে। এই বিষয়ে বোখারী ও মুসলিম শরীফের একটি হাদীস এইরূপ–

عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة كل مسلم . (متفق عليه - مشكوة)

হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্লেগে আক্রান্ত প্রত্যেক মুসলমান শহীদের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

পাঁচ প্রকার শহীদ

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে পাঁচ প্রকার শহীদের উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ণ হাদীসটি এই–

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون و المبطون و الغريق و صاحب الهدم و الشهيد فى سبيل الله .

(متفق عليه)

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শহীদ পাঁচ প্রকার–

(১) প্লেগে আক্রান্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি।

(২) পেটের পীড়াগ্রস্ত (যেমন ডাইরিয়া বা কলেরায় আক্রান্ত) অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি।

(৩) পানিতে ডুবিয়া মৃত্যুবরণকারী।

(৪) গৃহ বা দেয়াল চাপা পড়িয়া মৃত্যুবরণকারী এবং–

(৫) আল্লাহর পথে জেহাদ করিয়া শাহাদাত বরণকারী।

প্লেগ সম্পর্কে হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীস

عن عائشة رضى الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرنى انه عذاب يبعثه الله على من يشاء و ان الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من احد يقع الطاعون فيمكث فى بلده صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر شهيد ·
(رواه البخارى)

আম্মাজান হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্লেগ সম্পর্কে জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ পাক কাহারো উপর উহা আজাব হিসাবে নাজিল করেন (অর্থাৎ কাফের-মোশরেকদের জন্য)। কিন্তু মোমেনদের জন্য উহা রহমত স্বরূপ নাজিল করেন। অর্থাৎ– যেই ব্যক্তি প্লেগের আক্রমণের সময় ধৈর্য সহকারে এবং ছাওয়াবের আশায় আপন বস্তিতেই অবস্থান করিবে এবং এমন বিশ্বাস করিবে যে, আল্লাহ পাক যাহা তক্দীরে রাখিয়াছেন কেবল উহাই ঘটিবে– তবে সেই ব্যক্তি শহীদের সমান ছাওয়াব পাইবে। (বোখারী)

ফায়দা ঃ উপরে যেই ছাওয়াবের কথা বলা হইয়াছে, উহা কেবল প্লেগ উপদ্রুত অঞ্চল ত্যাগ না করিয়া সেখানে অবস্থান করিলেই পাওয়া যাইবে। আর সেখানে মৃত্যুবরণ করিলে উহার ছাওয়াব ও ফজিলত ভিন্নভাবে পাওয়া যাইবে।

প্লেগের ভয়ে পালাইতে বারণ

عن جابر رضى الله عنه انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفار من الطاعون كالفار من الزحف و الصابر فيه له اجر شهيد · (رواه احمد – مشكوة)

হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্লেগের ভয়ে পলায়নকারী ব্যক্তি জেহাদের ময়দান হইতে পালাইয়া যাওয়ার সমান অপরাধী। আর যেই ব্যক্তি উপদ্রুত এলাকা ত্যাগ না করিয়া দৃঢ়তার সহিত সেখানে অবস্থান করিবে, সেই ব্যক্তি শহীদের সমান ছাওয়াব পাইবে। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, প্লেগের সময় ঘরে অবস্থান করিয়াই জেহাদের সমান ছাওয়াব পাওয়া যায়। অথচ জেহাদ হইল ছাওয়াবের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আমল।

এক বুজুর্গের বর্ণনা–

عن عليم الكندى قال كنت مع ابى عبس الغفارى على سطح فراى قوما يتحملون من الطاعون قال يا طاعون خذنى اليك ثلاثا الحديث ·

(رواه ابن عبد البر و الطبرنى)

হযরত আলীম কিন্দী (রহঃ) বলেন, একবার আমি আবু আব্‌স গিফারীর সঙ্গে কোন এক গৃহের ছাদের উপর অবস্থান করিতেছিলাম। এই সময় তিনি দেখিতে পাইলেন, লোকেরা প্লেগের ভয়ে শহর ছাড়িয়া পালাইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, হে প্লেগ! তুমি আমাকে লইয়া যাও। (ইবনে আব্দুল বার, তাবরানী)

৩য় অধ্যায় ঃ

জীবন অপেক্ষা মৃত্যুর প্রাধান্য

মৃত্যু মুসলমানদের জন্য তোহ্‌ফা

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمنين الموت · (اخرجه ابن المبارك و ابن ابى الدرداء و الطبرانى و الحاكم)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মৃত্যু মোমেনের তোহ্‌ফা (উপঢৌকন)। (তাবরানী, হাকেম)

عن محمود بن لبيد ان النبى صلى الله عليه وسلم قال يكره ابن ادم الموت و

الموت خير له من الفتنة ۰ (اخرجه احمد و سعيد بن منصور)

হযরত মাহমুদ ইবনে লাবিদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ মৃত্যুকে অপছন্দ করে, অথচ মানুষের দ্বীন ও ঈমানের অনিষ্ট অপেক্ষা মৃত্যুই উত্তম।

ফায়দা ঃ অর্থাৎ মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষের এতটুকু উপকার তো অবশ্যই হয় যে, অতঃপর মানুষের দ্বীন ও ঈমান আর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু জীবদ্দশায় অনুক্ষণ উহা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিশেষতঃ ক্ষতিকারক উপায়-উপকরণ বিদ্যমান থাকিলে উহার আশঙ্কা আরো প্রবল থাকে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলের দ্বীন ও ঈমান হেফাজত করুন।

দুনিয়া মোমেনের কয়েদখানা

عن عبد الله بن عمر بن العاص عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن و سنته فاذا فارق الدنيا فارق السجن و السنته ۰ (اخرجه ابن المبارك و الطبرانى)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়া হইল মোমেনের জন্য কয়েদখানা এবং অভাব-অনটনের জায়গা। (অর্থাৎ এখানে শান্তি ও নেয়মতের উপকরণ খুবই সীমিত)। মানুষ মৃত্যুর মাধ্যমেই এই কয়েদখানা ও অভাব-অনটন হইতে মুক্তি লাভ করে। (কারণ, পরকালে শান্তি ও নেয়মতের উপকরণ বিপুল পরিমাণে পাওয়া যাইবে)। (ইবনুল মোবারক, তাবরানী)

অন্য এক হাদীসে মৃত্যুকে "মোমেনের গোনাহের কাফ্ফারা" উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে–

عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت كفارة لكل مسلم ۰ (اخرجه ابو نعيم)

হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মৃত্যু প্রত্যেক মোমেনের গোনাহের কাফ্ফারা (অর্থাৎ– মৃত্যু-যাতনার ফলে মোমেনের গোনাহ ক্ষমা হইয়া যায়। অবস্থার তারতম্যের ফলে কাহারো আংশিক আবার কাহারো সমুদয় গোনাহ্ই ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়)। (আবু নোয়াইম)

মৃত্যু মোমেনের জন্য প্রিয় বস্তু

عن ابى مالك الاشعرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب الموت إلى من يعلم انى رسولك · (اخرجه الطبرانى)

হযরত আবু মালেক আশআরী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! যে আমাকে রাসূল বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহার জন্য মৃত্যুকে প্রিয় বস্তু বানাইয়া দাও।

মৃত্যুকে 'প্রিয় বস্তু' উল্লেখ করিয়া অপর এক হাদীসে বলা হইয়াছে

عن انس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال له ان حفظت وصيتى فلا يكون شىء احب اليك من الموت · (اخرجه الاصبهانى)

বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, তুমি যদি আমার একটি ওসীয়ত স্মরণ রাখ, তবে তোমার নিকট মৃত্যু অপেক্ষা অধিক প্রিয় বস্তু আর কিছুই হওয়া উচিত নহে। (আল ইসবাহানী)

মানব মনে মৃত্যুর আশঙ্কা এবং মৃত্যুকে ভীতিকর মনে হইলেও মৃত্যুর পর কিন্তু মানুষ আর দুনিয়াতে ফিরিয়া আসিতে চাহিবে না। এই বিষয়ে একটি হাদীসের বিবরণ এইরূপ–

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شبهت خروج ابن ادم من الدنيا الا كمثل خروج الصبى من بطن امه من ذلك الغم و الظلمة إلى روح الدنيا (اخرجه الحكيم الترمذى)

হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়া হইতে মানুষের ইন্তেকালের বিষয়টিকে আমি মায়ের গর্ভ হইতে মানুষের বহির্গমনের সঙ্গেই তুলনা করি।

অর্থাৎ মানুষ দুনিয়াতে আসিবার পূর্বে মাতৃগর্ভের অন্ধকার সংকীর্ণ পরিসরকেই পরম সুখের স্থান বলিয়া মনে করিত। কিন্তু মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হওয়ার পর সুবিশাল পৃথিবীর আরাম-আয়েশের আয়োজন দেখিয়া আর মায়ের গর্ভে ফিরিয়া যাইতে চাহে না। অনুরূপভাবে দুনিয়া হইতে আখেরাতে যাওয়ার পথেও মানুষ মৃত্যু-ভয়ে ভীত হয় বটে, কিন্তু আখেরাতে গমনের পর কোন

মোমেনই পুনরায় দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করিতে সম্মত হয় না।

ফায়দা ঃ বর্ণিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠকদের মনে দুই ধরনের প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। প্রথমতঃ আলোচিত হাদীসের আলোকে জানা যায়– জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই উত্তম। আবার কোন কোন হাদীস দ্বারা উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা পাওয়া যায়। যেমন বোখারী ও মুসলিম শরীফের এক হাদীসে রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধে কেহই মৃত্যু কামনা করিবে না। কারণ, যদি সে নেককার হয়, তবে দীর্ঘ জীবনের সুযোগে তাহার নেক আমলও বৃদ্ধি পাইবে। পক্ষান্তরে যদি সে গোনাহ্গার হয়, তবে হয়ত তাহার তওবা করিবারও সুযোগ হইতে পারে। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা মৃত্যু অপেক্ষা জীবনই উত্তম বলিয়া অনুমীত হইতেছে।

আসলে একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উপরের আলোচনায় পরস্পর কোন বিরোধ ও বৈপরীত্য নাই। অনেক সময় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থার পরিবর্তন ও ভিবিন্নতা ঘটে। যেমন দীর্ঘ জীবন দ্বারা নেকী বৃদ্ধি এবং তওবার সুযোগ গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই বিবেচনায় জীবনকে মৃত্যু অপেক্ষা উত্তমই বলিতে হইবে। অর্থাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হওয়ার পর আর এই সুযোগ গ্রহণ করা যাইবে না। অপর পক্ষে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে– দুনিয়ার জীবন নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবীর তুলনায় মাতৃগর্ভ যেমন একটি অন্ধকার ও সংকীর্ণ কুঠরী; অনুরূপভাবে আল্লাহর নেয়মতে পরিপূর্ণ সুবিশাল পরকালের তুলনায় পৃথিবীও মাতৃগর্ভের মতই একটি অন্ধকার ও বালা-মুসীবতের সংকীর্ণ কুঠরী মাত্র। আর মৃত্যুর মাধ্যমেই মানুষ পরকালের সেই অফুরন্ত নেয়মত লাভ করিতে পারিবে। এই মাধ্যম ছাড়া সেই নেয়মত লাভ করিবার ভিন্ন কোন উপায় নাই।

সুতরাং এই বিবেচনায় জীবন অপেক্ষা মৃত্যুকেই উত্তম বলিতে হইবে এবং জীবনের তুলনায় মৃত্যুই প্রাধান্য পাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নাই এবং উভয় বর্ণনাই নিজ নিজ স্থানে সঠিক ও যথার্থ। বরং মৃত্যু যেহেতু পরকালের স্থায়ী নেয়মত প্রাপ্তির মাধ্যম, সুতরাং জীবনের তুলনায় মৃত্যুকেই প্রাধান্য দিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল– হাদীসে পাকে তো মৃত্যু কামনা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। মৃত্যু যদি মানুষের জন্য কল্যাণকর হইত, তবে কী কারণে উহা কামনা করিতে বারণ করা হইল? এই প্রশ্নের জবাবে আমরা বলিব, হাদীসে পাকে মৃত্যু কামনা করিতে নিষেধ করিয়া এই কথাও বলা হইয়াছে যে, "পার্থিব

দুঃখ-জ্বালাতন ও মুসীবতে অতিষ্ঠ হইয়া মৃত্যু কামনা করিও না"। কারণ, যদি এইরূপ করা হয় তবে উহা আল্লাহ পাকের ফায়সালা ও হুকুমের উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশেরই আলামত হইবে।

মোটকথা, পার্থিব কষ্ট-ক্লেশের কথা চিন্তা না করিয়া কেবল দুনিয়ার ফেৎনা-ফাসাদ ও পাপাচার হইতে মুক্ত হইয়া পরকাল এবং আল্লাহ পাকের দীদার লাভের আশায় যদি মৃত্যু কামনা করা হয়, তবে উহা নিষিদ্ধ নহে। অত্র কিতাবের শেষাংশে এই বিষয়ে আরো আলোচনা করা হইয়াছে।

৪ র্থ অধ্যায় ঃ

মোমেনের মৃত্যু-কষ্ট এবং উহার সুফল

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ليعمل الخطيئة فيشدد بها عليه عند الموت ليكفر بها عنه و ان الكافر ليعمل الحسنة فيسهل عليه عند الموت ليجزى بها اخرجه الطبرانى و ابو نعيم · (شرح الصدور)

হযরত ইবনে মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, অনেক (সময়) ঈমানদারদের দ্বারা কোন গোনাহ হইয়া যায়। ফলে উহার কাফ্ফারা হিসাবে তাহার মৃত্যু-যন্ত্রণা বৃদ্ধি করা হয়। অনুরূপভাবে অনেক কাফেরও কোন কোন সময় ভাল কাজ করিয়া থাকে, (পরকালে দুনিয়ার নেক আমল ও সৎকর্মের বিনিময় পাওয়ার জন্য ঈমানদার হওয়া শর্ত, ঈমানের অভাবেই কোন কাফের পার্থিব জীবনের কোন নেক আমলের বিনিময় পাইবে না)। সুতরাং পার্থিব জীবনে সৎ কাজ করার বিনিময়ে তাহাদের মৃত্যু সহজ করা হইবে। (তাবরানী, আবু নোয়াইম)

ফায়দা ঃ সুতরাং দেখা যাইতেছে, মৃত্যুর সময় কষ্ট হওয়া কোন খারাপ লক্ষণ নহে এবং আছানীর সহিত মৃত্যু হওয়াও কোন শুভ লক্ষণ নহে। অতএব, ইতিপূর্বে আমরা যে বলিয়াছি– "মোমেনের জন্য মৃত্যু কাম্য ও সুখকর" এক্ষণে প্রমাণিত হইল যে, মৃত্যু কষ্টকর হইলেও আমাদের এই দাবী অযৌক্তিক বলিয়া প্রমাণিত হইবে না

৫ম অধ্যায় ঃ
মৃত্যুর সময় মোমেনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সুসংবাদ

একজন মোমেনের মৃত্যু-কালীন অবস্থার বিবরণ দিয়া হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان العبد المؤمن اذا كان فى انقطاع من الدنيا و اقبال من الاخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كان وجوههم الشمس معهم اكفان من اكفان الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت يجلس عند رأسه فيقول ايتها النفس المطمئنة اخرجى الى مغفرة من الله و رضوان فتخرج كما تسيل القطرة من السقاء * و ان كنتم ترون غير ذلك فيخرجونها فاذا اخرجوها لم يدعوها فى يده طرفة عين فيجعلونها فى تلك الاكفان و الحنوط و يخرج منها كاطيب نفخة مسك على وجه الارض فيصعدون بها فلا يمرون على ملاء من الملائكة الا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان بن فلان باحسن اسمائه التى كانوا يسمونه بها فى الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء التى تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى اكتبوا كتابه فى عليين و اعيدوه إلى الارض فيعاد روحه فى جسده فياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك و ما دينك فيقول الله ربى و الاسلام دينى فيقولان له ما هذا الرجل الذى بعث إليكم و فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له و ما علمك فيقول قرأت كتاب الله تعالى و امنت به و صدقته فينادى مناد من السماء ان صدق عبدى فافرشوا له من الجنة و البسوه من الجنة و افتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها و طيبها و يفسح له فى قبره مد بصره و تاتيه رجل

حسن الثياب طيب الرائحة فيقول له ابشر بالذى يسرك هذا يومك الذى كنتْ توعد فيقول له من انتِ فوجهك يجئ بالخير فيقول انا عملك الصالح فيقول رب اقم الساعة رب اقم الساعة حتى ارجع إلى اهلى و مالى ·

(اخرجه احمد و ابو داؤد و الحاكم و البيهقى)

হযরত বারা ইবনে আজিব রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানদার বান্দা যখন দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আখেরাতের পথে যাত্রা করে, তখন আসমান হইতে একদল ফেরেশতা তাহার নিকট আগমন করে। বেহেশতী কাফন ও সুগন্ধি লইয়া আগমনকারী এই ফেরেশতাদের চেহারা থাকে সূর্যের মত উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়। তাহারা মোমেন ব্যক্তির দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া উপবেশন করে। অতঃপর মালাকুল মউত তাহার শিয়রে আসিয়া বলে, হে পবিত্র আত্মা! তুমি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জীবন যাপন করিয়াছ; এখন আল্লাহ পাকের ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে চল। মালাকুল মউতের এই ঘোষণার পর রূহ দেহ হইতে এমন আসানীর সহিত বাহির হইয়া আসে, যেমন মশক হইতে পানি গড়াইয়া পড়ে, যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে উহার বিপরীত কোন অবস্থা দৃষ্ট হয় (অর্থাৎ– দৃশ্যতঃ প্রাণ বাহির হইতে কোন কষ্ট-যাতনা হইতে দেখিলেও মনে করিতে হইবে ঐ কষ্ট দেহের উপর হইতেছে, রূহের উপর নহে, রূহ আরামের সহিতই বাহির হইয়া আসে)।

মোটকথা, ফেরেশতাগণ এইভাবে আসানীর সহিত মোমেন বান্দার রূহ কবজ করিবার পর উহা মুহূর্তের জন্যও মালাকুল মউতের হাতে না দিয়া বরং বেহেশতী কাফন ও খুশবুতে আবৃত করিয়া লয়। অতঃপর তাহারা মোমেনের রূহ লইয়া উর্ধ্ব জগতের দিকে যাত্রা করে এবং ফেরেশতাদের কোন জামায়াত অতিক্রমের সময় তাহারা জিজ্ঞাসা করে, এই পবিত্র রূহ্ কাহার? জবাবে বহনকারী ফেরেশতারা সেই মোমেন বান্দার উত্তম নাম প্রকাশ করিয়া বলে যে, সে অমুকের পুত্র অমুক। এইভাবে তাহাকে প্রথম আসমানে এবং তথা হইতে পর্যায়ক্রমে সপ্তম আকাশে লইয়া যাওয়ার পর আল্লাহ পাক বলেন, আমার এই বান্দার নাম ইল্লিয়্যীনে লিপিবদ্ধ কর এবং কবরে সওয়াল-জবাবের জন্য পুনরায় তাহাকে জমিনে লইয়া যাও। অতঃপর বান্দার রূহকে বরযখের উপযোগী দেহে প্রবেশ করাইয়া কবরে লইয়া যাওয়া হয়।

এই সময় দুই জন ফেরেশতা আসিয়া বান্দাকে বসাইয়া প্রশ্ন করে, তোমার

প্রতিপালক কে এবং দ্বীন কি? জবাবে সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ্ এবং তোমার আমার দ্বীন ও জীবনবিধান ইসলাম। অতঃপর তাহারা রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ইশারা করিয়া জিজ্ঞাসা করে, ইনি কে? সে জবাব দেয়, ইনি আল্লাহর পয়গম্বর। ফেলেশতারা পাল্টা জিজ্ঞাসা করে, তুমি ইহা কেমন করিয়া জানিতে পারিলে? সে জবাব দেয়, আমি পবিত্র কোরআন পড়িয়াছি, কোরআনের উপর ঈমান আনিয়াছি এবং উহার সকল বক্তব্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। এই সময় আল্লাহর পক্ষ হইতে আওয়াজ আসে, আমার বান্দা সঠিক জবাব দিয়াছে। তাহার জন্য বেহেশতী ফরাশ বিছাইয়া দাও, তাহাকে বেহেশতী পোশাক পরিধান করাও এবং বেহেশতের দিক হইতে একটি দরজা খুলিয়া দাও, যেন সে বেহেশতের ঠাণ্ডা বাতাস ও খুশবু প্রাপ্ত হয়। অতঃপর সে বেহেশতের খুশবু ও ঠাণ্ডা বাতাস পাইতে থাকে। তাহার কবরকে দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই সময় উত্তম পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি তথায় আগমন করিয়া তাহাকে বলে, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর; ইহা ঐ দিন, যেই দিন সম্পর্কে তোমার সঙ্গে ওয়াদা করা হইয়াছিল। এই কথা শুনিয়া মুরদার আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কে? তোমার চেহারা হইতে মঙ্গল প্রকাশ পাইতেছে। জবাবে সে বলে, আমি তোমার নেক আমল। এই কথা শুনিয়া মুরদার বারংবার বলিতে থাকে, আয় পরওয়ারদিগার! সত্তর কেয়ামত কায়েম করুন, যেন আমি পারলৌকিক নাজ-নেয়মত এবং পরকালের স্বজনদের নিকট গমন করিতে পারি।

(মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, হাকেম, বায়হাকী)

মোমেনের সহজ মৃত্যু

عن جعفر عن محمد عن ابيه ابن الخزرج عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و نظر الى ملك الموت عند رأس رجل من الانصار فقال يا ملك الموت ارفق بصاحبى فانه مؤمن فقال ملك الموت طب نفسا و قر عينا و اعلم انى بكل مؤمن رفيق ۰ (اخرجه الطبرانى و ابن ماجة)

জাফর মোহাম্মদ হইতে, মোহাম্মদ তদীয় পিতা হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনেছি, একদা তিনি এক আনসারী ছাহাবীর ইন্তেকালের সময় তাহার শিয়রে মালাকুল মউতকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, হে মালাকুল মউত! আমার ছাহাবীর সঙ্গে সদয় আচরণ করিও। কারণ, সে মোমেন। জবাবে মালাকুল

মউত আরজ করিলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন এবং আপনার চক্ষু শীতল হউক। আমি সকল মোমেনের সঙ্গেই সদয় আচরণ করি।

اخرج البراء عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن اذا حضرته الملائكة بحريرة فيها مسك و عنبر و ريحان فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين و يقال ايتها النفس المطمئنة اخرجى راضية مرضيا عليك إلى روح الله و كرامته فاذا خرجت روحه و ضعت على ذلك المسك و الريحان و طويت عليه الحريرة و ذهب به إلى عليين ٠

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মোমেনের ইন্তেকালের সময় তাহার নিকট এক দল ফেরেশতা মেশ্ক, আম্বর ও রাইহানের সুগন্ধি সম্বলিত রেশমী কাপড় লইয়া আসে। অতঃপর মোমেনের রূহ এমন সহজভাবে বাহির হইয়া আসে যেন আটা হইতে চুল বাহির করা হইতেছে। এই সময় মোমেনকে বলা হয়– তুমি আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর আস্থাবান ছিলে, আল্লাহর দেওয়া ইজ্জত ও রহমত প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তুমি বাহির হইয়া আস। আল্লাহ পাকের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ পাকও তোমার উপর সন্তুষ্ট। অতঃপর মোমেনের রূহ মেশ্ক দ্বারা সুগন্ধি করতঃ রেশমী কাপড়ে জড়াইয়া ইল্লিয়্যীনে লইয়া যাওয়া হয়।

রূহ দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করিতে চাহিবে না

মোমেনের রূহ কবজ করার সময় ফেরেশতা তাহাকে দুনিয়াতেই ছাড়িয়া দিতে প্রস্তাব করিবে, যেন পার্থিব সুখ সম্ভোগ করিতে পারে। কিন্তু মোমেন বান্দা ফেরেশতার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবে। নিম্নের হাদীসে উহা এইভাবে বিবৃত হইয়াছে–

عن ابن جريح رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة اذا عاين المؤمن الملائكة قالوا نرجعك إلى الدنيا فيقول الى دار الهموم و الاحزان قدمونى إلى الله تعالى ٠ (اخرجه ابن جرير و المنذر فى تفسيرهما)

হযরত ইবনে জারীহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, একদা রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলিলেন, মোমেন বান্দা মৃত্যুর সময় যখন ফেরেশতাকে দেখিতে পায় তখন ফেরেশতা তাহাকে বলে, আমরা তোমাকে পুনরায় দুনিয়াতে ছাড়িয়া দিব কি? (অর্থাৎ– তোমার রূহ কি বাহির করিব না?) জবাবে সে বলে, তোমরা কি আমাকে দুঃখ-দুর্দশা ও পেরেশানীর ঐ দুনিয়াতে আবার পাঠাইতে চাও? আমাকে বরং আল্লাহ পাকের নিকট লইয়া যাও।

মুমূর্ষু মোমেনের প্রতি মালাকুল মউতের ছালাম

এক হাদীসের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, মোমেনের ইন্তেকালের সময় মালাকুল মউত তাহাকে ছালাম করিয়া থাকেন। পূর্ণ হাদীসটি এইরূপ–

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء ملك الموت إلى ولى الله سلم عليه و سلامه عليه ان يقول السلام عليك يا ولى الله قم فاخرج من دارك التى عمرتها . (اخرجه القاضى ابو الحسين بن العريف و ابو الربيع المسعودى - شرح الصدور)

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মালাকুল মউত যখন আল্লাহর কোন নেক বান্দার নিকট আগমন করে, তখন তাহাকে এই বলিয়া ছালাম করে– "আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া ওলী আল্লাহ"। উঠ, যেই ঘরকে তুমি বিসর্জন দিয়া বিরান করিয়াছ, সেই ঘর ত্যাগ করিয়া এমন ঘরেরর দিকে চল যাহাকে তুমি আবাদ ও সজ্জিত করিয়াছ। অর্থাৎ দুনিয়া ত্যাগ করিয়া পরকালের দিকে চল। কাজী আবুল হোছাইন এবং আবুর রবী' মাসউদ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। (শরহুছ্ ছুদূর)

মোমেনের প্রতি আল্লাহর ছালাম

কথিত আছে যে, মোমেনের ইন্তেকালের সময় আল্লাহ পাক ফেরেশতার মাধ্যমে মোমেনের প্রতি ছালাম প্রেরণ করেন। পূর্ণ বিবরণটি এইরূপ–

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال اذا اراد الله قبض روح المؤمن اوحى إلى ملك الموت اقرئه منى السلام فاذا جاء ملك الموت لقبض روحه قال له ربك يقرئك السلام . (اخرجه ابو القاسم بن مندة)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক যখন কোন মোমেন বান্দার জান কবজ করিতে ইচ্ছা করেন তখন মালাকুল মউতকে হুকুম করেন যে, অমুককে আমার ছালাম বল। অতঃপর মালাকুল মউত তাহার রূহ কবজ করিতে আসিয়া বলে যে, তোমার পরওয়ারদিগার তোমাকে ছালাম বলিয়াছেন। (সোবহানাল্লাহ! ইহা কত বড় নেয়মত ও সৌভাগ্যের কথা, এমন মৃত্যু শত-সহস্র জীবন হইতেও উত্তম)।

মৃত্যুর সময় বেহেশতের সুসংবাদ

এক বর্ণনায় আছে, মৃত্যুর সময় মোমেন বান্দাকে অভয়বাণী শোনানো হয় এবং তাহাকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়, যেন বান্দা পরকালের ব্যাপারে ভীত ও শঙ্কিত না হয়। পূর্ণ বিবরণটি এইরূপ–

عن زيد بن اسلم قال يؤتى المؤمن عند الموت فيقال له لا تخف مما انت قادم عليه فيذهب خوفه و لا تحزن على الدنيا و على اهلها و ابشر بالجنة فيموت و قد اقر الله عينه · اخرجه ابن ابى حاتم و فى شرح الصدور عنه ايضا فى الاية ان الذين قالوا ربنا الله الى توعون · قال يبشر بها عند موته و فى قبره و يوم يبعث فانه لفى الجنة و ما ذهبت فرحة البشارة من قلبه ·

হযরত জায়েদ ইবনে আসলামা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, মোমেনের ইন্তেকালের সময় ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাহাকে বলা হয় যে, তুমি যেখানে যাইতেছ সেখানে ভয়ের কোন কারণ নাই। এই কথা শুনিবার পর তাহার অন্তর হইতে সকল ভয়-ভীতি ও আশঙ্কা দূর হইয়া যায়। তাহাকে আরো বলা হয়– দুনিয়া এবং দুনিয়ার অধিবাসীদিগ হইতে বিচ্ছেদের কারণেও কোন দুঃখ করিও না। বরং তুমি বেহেশতের সুসংবাদ দ্বারা আনন্দিত হও। অতঃপর সে এমন অবস্থায় ইন্তেকাল করে যে, আল্লাহ পাক তাহার চক্ষু শীতল করিয়া দেন (অর্থাৎ– তাহাকে শান্তি দান করেন)। (ইবনে আবী হাতিম)

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملئكة ان لا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنة التى كنتم توعدون

অর্থঃ "নিশ্চয় যাহারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাহাতেই অবিচল থাকে, তাহাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে,

তোমরা ভয় করিও না, চিন্তা করিও না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন।"

হযরত জায়েদ বিন আসলামা ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, আয়াতে বর্ণিত এই সুসংবাদ মৃত্যুর সময় এবং কবরে ও হাশরেও শোনানো হয়। জান্নাতে প্রবেশের পরও তাহার অন্তরে ঐ সুসংবাদের পুলক বিদ্যমান থাকে।

৬ ষ্ঠ অধ্যায় ঃ

ইন্তেকালের পর রূহ্‌দের পারস্পরিক সাক্ষাত এবং আলোচনা

হাদীসে পাকের সুস্পষ্ট বিবরণে জানা যায় যে, মৃত্যুর পর আলমে বরযখে রূহ্‌দের মধ্যে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ও আলাপ-আলোচনা হয় এবং তথায় নূতন গমনকারী রূহের নিকট দুনিয়ার খবরা-খবরও জিজ্ঞাসা করা হয়। এতদ্‌সংক্রান্ত একটি হাদীস এইরূপ–

عن ابى ايوب الانصارى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان نفس المؤمن اذا قبضت يلقاها اهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشير من اهل الدنيا فيقولون انظروا صاحبكم يستريح فانه كان فى كرب شديد ثم يسألونه ما فعل فلان و فلانة هل تزوجت فاذا سألوه عن الذي قد مات قبله فيقول انه قد مات ذاك قبلى فيقولون انا لله و انا اليه راجعون ذهب به الى امه الهاوية فبئست الام و بئست المربية و قال ان اعمالكم ترد على اقاربكم و عشائركم من اهل الاخرة فان كان خيرا فرحوا و استبشروا و قالوا اللهم هذه فضلك و رحمتك فاتمم عليها و يعرض عليهم عمل المسىء فيقولون اللهم الهمه عملا صالحا ترضى به و تقربه إليك .

হযরত আবু আইউব আনসারী রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মোমেনের রূহ কবজ হওয়ার পর আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত বান্দাগণ এমনভাবে আগাইয়া আসিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাত করে, যেমন দুনিয়ার অধিবাসীগণ কোন সুসংবাদ দাতার সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলে, তাহাকে

একটু বিশ্রাম লইতে দাও; সে দুনিয়াতে বহু কষ্টে দিন কাটাইয়াছে। পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, অমুক ব্যক্তির কি খবর? অমুক মহিলার কি বিবাহ হইয়াছে? তাহারা যদি এমন কাহারো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যেই ব্যক্তি ইতিপূর্বেই ইন্তেকাল করিয়াছে, তবে সে জবাব দেয়, সে তো আমার পূর্বেই ইন্তেকাল করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া তাহারা বলে "ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন"। তবে তো তাহাকে তাহার আসল ঠিকানা অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। উহা একটি নিকৃষ্ট গমনস্থল এবং যঘন্য বাসস্থান।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের আমলসমূহ তোমাদের (আখেরাতবাসী) আত্মীয়-স্বজন ও খান্দানের লোকদের সামনে পেশ করা হয়। উহা যদি উত্তম ও নেক আমল হয় তবে তাহারা আনন্দিত হইয়া বলে, আয় আল্লাহ! ইহা আপনার অনুগ্রহ, এই অনুগ্রহ ও দয়া তাহার উপর পরিপূর্ণ করুন এবং উহার উপরই তাহাকে মৃত্যু দান করুন।

অনুরূপভাবে গোনাহ্‌গারদের বদ আমলও তাহাদের সামনে পেশ করা হয়। তখন তাহারা বলে, আয় আল্লাহ! তাহাদের অন্তরে নেক আমলের আগ্রহ পয়দা করিয়া দিন– যাহা আপনার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উপায় হইবে।

মৃত স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাত

عن سعيد بن جبير رضى الله عنه قال اذا مات الميت استقبله ولده كما يستقبل الغائب . (اخرجه ابن ابى الدنيا)

হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, যখন কোন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন (পরকালে অবস্থানরত) তাহার সন্তান-সন্ততিগণ তাহাকে এমনভাবে অভ্যর্থনা জানায়, যেমন দুনিয়াতে কেহ প্রবাস হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে তাহার আত্মীয়-স্বজনগণ তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। (ইবনে আবিদ্দুনিয়া ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।)

অন্য রেওয়ায়েতে আছে–

عن ثابت البنانى قال بلغنا ان الميت اذا مات احتوشته اهله و اقاربه الذين تقدمه من الموتى فهم افرح به و هو افرح بهم من المسافر اذا قدم الى اهله . (اخرجه ابن ابى الدنيا)

হযরত ছাবেত বুনানী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমাদের নিকট এই রেওয়ায়েত পৌঁছিয়াছে যে, কোন মানুষের ইন্তেকালের পর ইতিপূর্বে মৃত্যু প্রাপ্ত তাহার আত্মীয়-স্বজনগণ তাহাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ধরে। তাহারা এই ব্যক্তিকে পাইয়া এবং এই ব্যক্তি তাহাদিগকে পাইয়া ঐ মুসাফির অপেক্ষা অধিক আনন্দিত হয়, যেই মুসাফির প্রবাস হইতে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করে। (ইবনে আবিদ্দুনিয়া)

৭ম অধ্যায় ঃ

দাফনের সময়

عن عمرو بن دينار قال ما من ميت يموت الا روحه فى يد ملك ينظر الى جسده كيف يغسل و كيف يكفن و كيف يمشى به و يقال له و هو على سريره اسمع ثناء الناس عليك • (اخرجه ابو نعيم فى الحلية)

হযরত আমর ইবনে দীনার (রহঃ) বর্ণনা করেন, মানুষের ইন্তেকালের পর একজন ফেরেশতা তাহার রূহকে হাতে লইয়া লয়। রূহ তখন আপন দেহের দিকে তাকাইয়া দেখে যে, কিভাবে তাহার গোসল ও কাফন দেওয়া হইতেছে এবং কেমন করিয়া তাহার লাশ বহন করা হইতেছে ইত্যাদি। লাশ খাটের উপর থাকা অবস্থায়ই ফেরেশতা তাহাকে বলে, লোকেরা তোমার কি প্রশংসা করিতেছে তাহা শুনিয়া লও। (অর্থাৎ– এই উপস্থিত সুসংবাদই শুভ-ভবিষ্যতের লক্ষণ)।

ফায়দা ঃ ইবনে আবিদ্দুনিয়া এই বর্ণনাটি সুফিয়ান ছাওরী হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। মোটকথা, এই নাজুক সময় মুরদারের প্রতি ফেরেশতার এই উক্তির উদ্দেশ্য হইল– মুরদারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাহার মনোবল বর্দ্ধন এবং পরবর্তী অবস্থান ও ঘাটী সমূহের জন্য তাহার মনকে কল্যাণের আশায় ভরিয়া দেওয়া।

৮ম অধ্যায় ঃ

মোমেনের জন্য ক্রন্দন

عن انس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ما من انسان

الا له بابان فى السماء باب يصعد منه عمله و باب ينزل منه رزقه فاذا مات

العبد المؤمن بكيا عليه . (اخرجه الترمذى و ابو يعلى و ابن ابى الدنيا)

হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষের জন্যই আসমানে দুইটি করিয়া দরজা আছে। উহার একটি দিয়া তাহার আমল উপরে উঠে এবং অপরটি দিয়া তাহার রিজিক অবতীর্ণ হয়। কোন মোমেন বান্দার ইন্তেকালের পর ঐ উভয় দরজাই তাহার জন্য রোদন করিতে থাকে। (তিরমিজী, আবু ইয়া'লা, ইবনে আবিদ্দুনিয়া)

৯ম অধ্যায় ঃ
মোমেনের প্রতি জমিনের ভালবাসা

عن عطاء الخراسانى قال ما من عبد يسجد لله فى بقعة من بقاع

الارض الا شهدت له يوم القيامة و بكت عليه يوم يموت . (اخرجه ابو نعيم)

হযরত আতা ইবনে খোরাসানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, মানুষ ভূখণ্ডের যেই অংশে আল্লাহকে সেজদা করে, কেয়ামতের দিন সেই ভূখণ্ড তাহার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। আর তাহার মৃত্যুর দিন উহা তাহার জন্য ক্রন্দন করে। (আবু নোয়াইম)

অন্য রেওয়ায়েতে আছে–

عن ابن عباس قال ان الارض لتبكى على المؤمن اربعين صباحا . (اخرجه

ابن ابى الدنيا و الحاكم - شرح الصدور)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, মোমেনের মৃত্যুতে জমিন চল্লিশ দিন পর্যন্ত ক্রন্দন করিতে থাকে।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে–

عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن اذا مات تجملت

المقابر بموته فليس منه بقعة الا و هى تتمنى ان يدفن فيها (رواه ابن عدى و

ابن مندة و ابن عساكر)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করিয়াছেন, কোন মোমেনের ইন্তেকালের পর দুনিয়ার প্রতিটি ভাল স্থান নিজেকে সুসজ্জিত করিয়া কামনা করে যে, এই মোমেনকে যেন আমার বুকে দাফন করা হয়। (ইবনে আদী, ইবনে মান্দাহ, ইবনে আসাকির)

১০ম অধ্যায় ঃ

মোমেনের জানাজায় ফেরেশতাদের অংশগ্রহণ

عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان داؤد (عليه السلام) قال الهى ما جزاء من شيع ميتا الى قبره ابتغاء مرضتك قال جزائه ان تشيعه ملائكتى فتصلى على روحه فى الارواح (اخرجه ابن عساكر)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (হযরত) দাউদ (আঃ) আল্লাহ পাকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! যেই ব্যক্তি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন মুরদারের সঙ্গে তাহার কবর পর্যন্ত গমন করিবে, তাহাকে তুমি কি বিনিময় প্রদান করিবে? আল্লাহ পাক বলিলেন, উহার বিনিময় এই যে, আমার ফেরেশতাগণ তাহার লাশের সঙ্গে গমন করিবে এবং নেক রূহদের সমাবেশে তাহার রূহের জন্য দোয়া করা হইবে।

ফায়দা ঃ সকল মুরদারের সঙ্গেই একদল ফেরেশতা কবর পর্যন্ত গমন করে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু উপরে যেই ফেরেশতাদের কথা বলা হইয়াছে, উহা সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত অন্য ফেরেশতা। অর্থাৎ মুরদারের প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শনের ক্ষেত্রেই এই ফেরেশতাগণ তাহার সঙ্গে কবর পর্যন্ত গমণ করিয়া থাকে।

উপরে আলোচিত তিনটি অধ্যায়ের বিবরণ দ্বারাই মোমেনের পারলৌকিক ইজ্জত ও সম্মানের কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। আসমানের সঙ্গে তাহার কত গভীর সম্পর্ক ছিল যে, আজ সে তাহার বিচ্ছেদ বেদনায় রোদন করিতেছে। মোমেনের জন্য জমিনও আজ শোকাহত। তাহার বিচ্ছেদ এবং তাহার এবাদতের ক্ষেত্র হওয়ার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হওয়ার শোকে আজ সেও

রোদন করিতেছে। উপরন্তু ভূখণ্ডের প্রতিটি উত্তম অংশই আজ তাহাকে নিজ বক্ষে ধারণ করিবার বাসনা করিতেছে। মোমেনের প্রতি আসমান ও জমিনের এই ভালবাসা ও মর্যাদাবোধ সাধারণ কথা নহে।

ফেরেশতাদের মহলেও একজন মোমেন কত বড় মর্যাদাশীল যে, অনুগত খাদেম ও পরিচারকের মতই তাহারা তাহার জানাজার সঙ্গে গমন করিতেছে। আল্লাহর নূরানী মাখলুক এই ফেরেশতাদের মহলে প্রাপ্ত এই মর্যাদাকে কোন অবস্থাতেই খাটো করিয়া দেখিবার উপায় নাই। পৃথিবীর প্রতাপশালী রাজা-বাদশাহ্গণও এই ধরনের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না।

মৃত্যুর পর মোমেন বান্দা যখন তাহার এই সুউচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হয় এবং উহা স্বচক্ষে অবলোকন করে, তখন তাহার নিকট দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাস একেবারেই তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং অফুরন্ত নেয়মতে ভরপুর দৃশ্যমান আখেরাত তাহার নিকট অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া মনে হইতে থাকে। এই পর্যায়ে সে দুনিয়া ত্যাগ করিয়া চির সৌভাগ্যের আবাস পরকালে যাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া ওঠে। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

فى ذالك فليتنافس المتنافسون *

অর্থঃ "এই বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত"।

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

لمثل هذا فليعمل العاملون *

অর্থ ঃ এমন সাফল্যের জন্য পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত।

১১তম অধ্যায় ঃ
কবরের চাপ মোমেনের জন্য আরাম দায়ক হইবে

কবরে সকল মানুষকেই পেষণ করা হইবে। কবরের দুই দিকের মাটি সংকুচিত হইয়া কবরবাসীকে এমনভাবে চাপ দিবে যে, তাহার দেহের এক দিকের হাড় অন্য দিকে প্রবিষ্ট হইয়া যাইবে। অবশ্য হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে, কবরের এই চাপ মোমেনের নিকট মাতৃস্নেহের মত আরামদায়ক হইবে। এই বিষয়ে হাদীসে পাকের বিবরণ এইরূপ–

عن سعيد بن المسيب ان عائشة رضى الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انك منذ حدثتنى بصوت منكر و نكير وضغطة القبر ليس ينفعنى شيء قال يا عائشة ان صوت منكر و نكير فى اسماع المؤمنين كالاثمد فى العين و ضغطة القبر على المؤمنين كالام المشفقة يشكر اليها ابنها الصداع فتغمز راسه غمزا رقيقا ٠

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদা হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহু রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যেই দিন হইতে আপনি আমাকে মুনকার-নাকীরের বিকট আওয়াজ এবং কবরে দাবানোর কথা শোনাইলেন, সেই দিন হইতে আমি আর কিছুতেই নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারিতেছি না। আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ঈমানদারদের নিকট মুনকার-নাকীরের আওয়াজ চোখে সুরমা লাগানোর মতই আরামদায়ক হইবে। আর মাথা ব্যথা হওয়ার পর স্নেহময়ী জননী মাথা টিপিয়া দিলে যেইরূপ আরাম বোধ হয়, কবরের পেষণও মোমেনের নিকট সেইরূপ সুখকর হইবে।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করিয়াছেন,

و لكن يا عائشة ويل للشاكين فى الله كيف ليضغطون فى قبورهم كضغطة الصخرة على البيضة ٠ (اخرجه البيهقى)

কিন্তু হে আয়েশা! সেই দিন ভয়ানক বিপদ হইবে সেইসকল ব্যক্তিদের জন্য যাহারা আল্লাহর অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ করিত। পাথর দ্বারা ডিম পেষণের মত তাহাদিগকে কবরে দাবানো হইবে। (বায়হাকী, ইবনে মান্দাহ)

কবরে মুরদারকে অভ্যর্থনা

عن ابى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا و اهلا اما ان كنت لاحب من يمشى على ظهرى إلى فاذا وليتك اليوم و صرت إلى فسترى صنعى بك فيتسع له مد بصره و يفتح له باب الى الجنة ٠ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من النار ۰ (اخرجه الترمذى)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মোমেন বান্দাকে দাফন করিবার পর কবর তাহাকে (অভ্যর্থনা জানাইয়া) বলে, মারহাবা! তোমার আগমন শুভ হউক। আমার পৃষ্ঠদেশে যাহারা বিচরণ করিত তাহাদের মধ্যে তুমিই আমার নিকট সবচাইতে প্রিয় ছিলে। আজ তোমাকে আমার নিকট সোপর্দ করা হইয়াছে এবং তুমি এখানে আগমন করিয়াছ। এখন তুমি দেখিতে পাইবে– আমি তোমার সহিত কেমন উত্তম আচরণ করি। অতঃপর দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত কবর প্রশস্ত হইয়া যাইবে এবং বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবর হয় জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান হইবে অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত হইবে (অর্থাৎ নেককারদের জন্য হইবে বাগান এবং গোনাহ্গারদের জন্য হইবে জাহান্নামের গর্ত)। (তিরমিজী শরীফ)

কবরে মোমেনের সুখ-নিদ্রা

হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে, কবরে মোমেনের সওয়াল-জওয়াব সম্পন্ন হওয়ার পর সে কেয়ামত পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের এক দীর্ঘ সুখ-নিদ্রায় নিমগ্ন হইবে। পূর্ণ হাদীসটি এইরূপ–

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قبر الميت اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لاحدهما منكر و للاخر نكير فيقولان ما كنت تقول فى هذا الرجل فيقول هو عبد الله و رسوله ۰ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله فيقلان قد كنا نعلم انك تقول هذا ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعا فى سبعين ثم ينور له فيقول دعونى ارجع الى اهلى فاخبرهم فيقولون نم كنومة العروس الذى لا يوقظه الا احب اهله اليه حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك ۰ (اخرجه الترمذى)

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুরদারের দাফন সম্পন্ন

হওয়ার পর নীল চক্ষুবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণের দুইজন ফেরেশতা তাহার নিকট আগমন করে। তাহাদের একজনের নাম মুনকার এবং অপর জনের নাম নাকীর। তাহারা রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ইশারা করিয়া মুরদারকে জিজ্ঞাসা করে, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? জবাবে সে বলে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। "আশহাদু আল্‌লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আব্দুহু ওয়ারাসূলুহু"– আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অপর কোন মা'বুদ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। মুরদারের এই জবাব শুনিয়া তাহারা বলে, আমরা তোমার লক্ষণেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তুমি এই জবাবই দিবে।

অতঃপর তাহার কবরকে ৭০ বর্গ হাত প্রশস্ত করিয়া নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। এই সময় মুরদার বলে, আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি আমার পরিবার-পরিজনকে আমার অবস্থা জানাইয়া আসি। জবাবে ফেরেশতারা বলে, তুমি ঐ নূতন বরের মত ঘুমাইয়া থাক যাহাকে তাহার পরম প্রেয়সী ব্যতীত অপর কেহই জাগ্রত করে না। কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকই তাহাকে ঐ সুখ-নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিবেন।

ফায়দা ঃ ইবনে মাজা শরীফে বর্ণিত আছে, মোমেনগণ কবরে নীল চক্ষুবিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণের ফেরেশতা দেখিয়া মোটেও ভয় পাইবে না এবং পেরেশানও হইবে না।

নেক আমল কবরের আজাব প্রতিহত করে

হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে, মোমেন ব্যক্তিকে দাফন করার পর তাহার রোজা, নামাজ, জাকাত ইত্যাদি নেক আমল সমূহ তাহাকে কবরের আজাব হইতে রক্ষা করে। পূর্ণ হাদীসটি এইরূপ–

عن ابی هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم و الذی نفسی بيده ان الميت اذا وضع فی قبره ان يسمع حفق نعالهم حين يولون عنه فاذا كان مؤمنا جاءت الصلوة عند رأسه و الزكوة عن يمينه و الصوم عن شماله و فعل الخيرات و المعروف و الاحسان إلى الناس من قبل رجليه فيوی من قبل رأسه فتقول الصلوة ليس من قبلی مدخل فيوتی من

قبل يمينه فتقول الزكوة ليس من قبلى مدخل فيوتى من قبل شماله فيقول الصوم ليس من قبلى مدخل فيؤتى من بقل رجليه فيقول فعل الخيرات و ما يليها من المعروف و الاحسان إلى الناس ليس من قبلنا مدخل و فى اخر الحديث فيعاد الجسد الى اصله من التراب و يجعل روحه فى النسيم الطيب و هو طير اخضر تعلق فى شجر الجنة . (اخرجه ابن ابى شيبة، الطبرانى فى الاسط و ابن حبان فى صحيحه و الحاكم و البيهقى)

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ মহান জাতের কসম যাহার আয়ত্বে আমার প্রাণ, মুরদারকে দাফন করিয়া যখন লোকেরা ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করে তখন সে তাহাদের জুতার আওয়াজ শুনিতে পায়। মুরদার যদি ঈমানদার হয়, তবে নামাজ তাহার শিয়রে আসিয়া দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে জাকাত তাহার ডান দিকে এবং রোজা তাহার বাম দিকে আসিয়া হাজির হয়। আর মানুষের সঙ্গে কৃত তাহার 'সদাচরণ' পায়ের দিকে আসিয়া উপস্থিত হয়। (ইত্যবসরে আজাব মুরদারকে কষ্ট দেওয়ার জন্য কবরে আসিয়া প্রবেশ করে)। মুরদারকে শিয়রের দিক হইতে কষ্ট দিতে চাহিলে নামাজ তাহাকে বাধা দিয়া বলে, এই দিকে তুমি পথ পাইবে না। আজাব শিয়রের দিক হইতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ডান দিক হইতে আগাইতে চাহিলে এখানেও জাকাত তাহাকে বাধা দিয়া বলে, এই দিক হইতেও তুমি পথ পাইবে না। আজাব পুনরায় বাম দিক হইতে আক্রমণের চেষ্টা চালায়। কিন্তু এখানেও রোজার দুর্ভেদ্য প্রাচীর, সে তাহাকে বাধা দিয়া বলে, এই দিক হইতেও আগাইতে পারিবে না। অবশেষে আজাব পায়ের দিক হইতে অগ্রসর হইতে চায়। এখানেও মানুষের সঙ্গে কৃত তাহার সদাচরণসমূহ তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলে, আমাদের এই দিক হইতেও তুমি পথ পাইবে না।

উপরোক্ত হাদীসের শেষ দিকে বলা হইয়াছে অতঃপর দেহ মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায় বটে, কিন্তু রূহ খুশবুদার বায়ু প্রবাহে কিংবা অপরাপর পবিত্র রূহ্দের সঙ্গে রাখিয়া দেওয়া হয় এবং এই রূহ সবুজ পাখীর দেহে আরোহণ করিয়া বেহেশতের বৃক্ষরাজিতে অবস্থান গ্রহণ করে। (ইবনে আবী শায়বা)

জুমুআর রাতে বা দিনে ইন্তেকালের ফজিলত

হাদীসে পাকে জুমুআর রাতে বা দিনে ইন্তেকালের বহু ফজিলত বর্ণিত হইয়াছে। কবরের আজাব ক্ষমা হইয়া যাওয়া এমনকি কেয়ামতের দিন তাহার হিসাব-কিতাব না হওয়ার কথাও বলা হইয়াছে। যেমন এরশাদ হইয়াছে–

عن ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم او مسلمة يموت ليلة الجمع الا وقى عذاب القبر و فتنة القبر و لقى الله و لا حساب عليه و جاء يوم القيمة و معه شهود يشهدون له اوطابع ·

(اخرجه الترمذى و البيهقى)

হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কোন মুসলমান যদি জুমুআর রাতে বা দিনে ইন্তেকাল করে, তবে সে কবরের আজাব এবং কবরের কঠিন পরীক্ষা হইতে নাজাত পাইবে। আল্লাহ পাকের নিকট তাহার কোন হিসাব হইবে না এবং কেয়ামতের দিন সে যখন হাশরের ময়দানে উপস্থিত হইবে তখন তাহার সঙ্গে একদল সাক্ষ্যদানকারী থাকিবে যাহারা তাহার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবে অথবা তাহার সঙ্গে কোন সীল-মোহর কৃত প্রমাণ বর্তমান থাকিবে। (তিরমিজী, বায়হাকী)

প্রবাসে ইন্তেকালের ফজিলত

হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে, কেহ প্রবাসে ইন্তেকাল করিলে তাহার কবরকে কুশাদা করিয়া দেওয়া হইবে। হাদীসের পূর্ণ বিবরণটি এইরূপ–

عن ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الرجل اذا توفى فى غير مولده يفسح له مد بصره الى منقطع اثره ·

(اخرجه، احمد و النسائى و ابن ماجة)

হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মানুষ যদি নিজ জন্মস্থানের বাহিরে অর্থ্যাৎ প্রবাসে ইন্তেকাল করে, তবে যেই পরিমাণ দূরে গিয়া সে ইন্তেকাল করিয়াছে তাহার কবরকে সেই পরিমাণ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে। (মুসনাদে আহমাদ; নাসাঈ, ইবনে মাজা)

ফায়দা ঃ এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল– উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রবাসে ও ছফরের হালাতে ইন্তেকালের ফজিলত প্রমাণিত হইতেছে। অথচ মানুষ প্রবাসে ইন্তেকাল করাকে বিপদজনক ও দুর্ভাগ্য মনে করিয়া থাকে।

দাফনের সময় বান্দার প্রতি দয়া

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارحم ما يكون الله بالعبد اذا وضع فى حفرته ۰ (اخرجه ابن مندة)

হযরত ইবনে মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দাকে যখন কবরে দাফন করা হয়, সেই সময় আল্লাহ পাক বান্দার প্রতি সর্বাপেক্ষা সদয় থাকেন।

আলেমের কবরে

عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات العالم صور الله له علمه فى قبره فيؤنسه الى يوم القيمة و يدرأ عنه هوام الارض ۰ (اخرجه الديلمى)

হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আলেমের ইন্তেকালের পর আল্লাহ পাক তাহার এলেমকে একটি ছুরত ধারণ করাইয়া দেন। উহা কেয়ামত পর্যন্ত তাহার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে তাহার সঙ্গে অবস্থান করে এবং মাটির পোকা-মাকড় হইতে তাহাকে হেফাজত করে।

ফায়দা ঃ এই পোকা-মাকড় এর অর্থ যদি হয় দুনিয়ার সাধারণ পোকা-মাকড়, তবে সম্ভবতঃ খাস খাস আলেমগণই এই সুযোগ পাইবেন। পক্ষান্তরে উহা যদি হয় আমাদের দৃষ্টি বহির্ভূত আলমে বরযখের পোকা-মাকড়, তবে এই সুযোগ ও ফজিলত সকল আলেমগণই প্রাপ্ত হইবেন।

উস্তাদ ও তালেবুল এলেমের ফজিলত

اخرج الامام احمد فى الزهد قال اوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام تعلم الخير و علمه الناس فانى منور لمعلم العلم و متعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا بمكانهم ۰

হযরত ইমাম আহমাদ তদীয় রচিত কিতাবুয্ যুহ্‌দে উল্লেখ করিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক ওহীর মাধ্যমে হযরত মূসা (আঃ)-কে জানাইলেন যে, কল্যাণকর এলেম নিজে শিক্ষা করুন এবং অন্যকে শিক্ষা দিন। কেননা, আমি উস্তাদ ও তালেবে এলেমদের কবরকে নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেই, যেন কবরে তাহারা ভয় না পায়।

জেহাদের ফজিলত

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যেই ব্যক্তি জেহাদের ময়দানে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহার কবরে সওয়াল-জওয়াব হইবে না। পূর্ণ হাদীসটি এইরূপ–

عن ابى ايوب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقى العدو فصبر حتى يقتل او يغلب لم يفتن فى قبره ۰ (اخرجه الطبرانى و النسائى)

হযরত আবু আইউব আনসারী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জেহাদের ময়দানে কোন ব্যক্তি দুশমনের মোকাবেলায় যদি দৃঢ়পদ থাকে, অতঃপর সে নিহত হউক বা বিজয়ী হউক, কবরে তাহার পরীক্ষা অর্থাৎ সওয়াল-জবাব করা হইবে না। (তাবরানী, নাসাঈ)

ইসলামী সীমান্ত প্রহরার ফজিলত

عن ابى امامة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رابط فى سبيل الله امنه الله فتنة القبر ۰ (اخرجه الطبرانى)

হযরত আবু উসামা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জেহাদের সময় যেই ব্যক্তি ইসলামী সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত থাকে, আল্লাহ্ পাক তাহাকে কবরের পরীক্ষা অর্থাৎ সওয়াল-জবাব হইতে মুক্তি দান করিবেন। (তাবরানী)

পেটের পীড়ায় ইন্তেকাল করিলে

عن سلمان بن صرد و خالد بن عرفطة رضى الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله بطنه لم يعذب فى قبره ۰ (اخرجه الترمذى و ابن ماجة و البيهقى)

হযরত ছালমান ইবনে ছুরাদ এবং খালেদ ইবনে উরফুতা রাজিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ইন্তেকাল করিয়াছে, তাহার কবরের আজাব হইবে না।

(তিরমিজী, ইবনে মাজা, বায়হাকী)

সুরা মুলকের ফজিলত

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال من قرأ تبارك الذى بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر و كنا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة ۰ (اخرجه النسائى)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, যেই ব্যক্তি প্রতি রাতে সুরা মুলক পাঠ করিবে, আল্লাহ পাক উহার বরকতে তাহাকে কবরের আজাব হইতে হেফাজত করিবেন। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা এই সুরাকে 'মানেআ' তথা "আজাব হইতে রক্ষাকারী" হিসাবে অবহিত করিতাম। (নাসাঈ)

রমজানের ফজিলত

عن انس بن مالك رضى الله عنه ان عذاب القبر رفع عن الموتى فى شهر رمضان ۰ (اخرجه البيهقى عن ابن رجب قال روى باسناد ضعيف، شرح الصدور)

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রমজান মাসে মুরদারদের আজাব রহিত করিয়া দেওয়া হয়।

ফায়দা ঃ রমজান মাসে মুরদারের আজাব রহিত করিয়া দেওয়ার দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ রমজান মাসে সকল মুরদারের আজাব বন্ধ করিয়া দেওয়া অথবা যাহারা রমজান মাসে মৃত্যুবরণ করে তাহাদিগকে আজাব না দেওয়া। হাদীসটির সনদ দুর্বল বটে, তবে ফজিলত সংক্রান্ত হাদীস দুর্বল হইলেও কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু শরীয়তের বিধান সংক্রান্ত হাদীসের সনদ দুর্বল হইলে তাহা বিবেচ্য বিষয় বটে।

কবরের ভিতর নামাজ

মৃত্যুর পরও মানুষ কবরে নামাজ আদায় করিয়াছে এমন বহু ঘটনা বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। হযরত জোবায়ের রাজিয়াল্লাহু আনহু হযরত ছাবেত বুনানীকে দাফন করার পর কবরে তাহাকে নামাজরত অবস্থায় দেখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে এতদ্‌সংক্রান্ত রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করা হইল–

عن جبير رضى الله عنه قال اما و الله الذى لا اله الا هو لقد ادخلت ثابت البنانى فى لحده و معى حميد الطويل فلما سوينا عليه اللبن سقطت لبنة فاذا هو فى قبره يصلى و كان يقول فى دعائه اللهم ان كنت اعطيت احدا من خلقك الصلوة فى قبره فاعطنيها فما كان الله ليرد دعائه ۔ (اخرجه ابو نعيم فى الحلية)

হযরত জোবায়ের রাজিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর নামের শপথ করিয়া বলেন, আমি ছাবেত বুনানীর লাশ দাফন করার সময় কবরে নামিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে হযরত হোমায়েদ ত্বীলও ছিলেন। কবরের উপর কাচা ইট সমান করিয়া দেওয়ার সময় হঠাৎ একটি ইট খসিয়া পড়িয়া গেল। এই সময় আমি দেখিতে পাইলাম, হযরত ছাবেত বুনানী কবরের ভিতর নামাজ পড়িতেছেন।

হযরত ছাবেত বুনানী জীবদ্দশায় সর্বদা এইরূপ দোয়া করিতেন, আয় আল্লাহ! যদি কবর কাহাকেও নামাজ পড়ার সুযোগ দেওয়া হয় তবে যেন আমাকেও সেই সুযোগ দেওয়া হয়। আল্লাহ পাক তাহার দোয়া না-মঞ্জুর করেন নাই। (মুসলিম শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মূসা (আঃ)-এর মত তিনিও এই নেয়মত প্রাপ্ত হইয়াছেন)। (আবু নোয়াইম)

আজাব হইতে রক্ষাকারী সূরা

সুরা মুলক নিয়মিত আমল করিলে উহার বরকতে আল্লাহ পাক কবরের আজাব হইতে হেফাজত করেন। এতদ্‌সংক্রান্ত একটি বিবরণ ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে। নিম্নে এই বিষয়ের উপর অপর একটি হাদীস উল্লেখ করা হইতেছে–

عن ابن عباس قال ان بعض اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم جلس على قبر و هو لا يحسب انه قبر فاذا فيه انسان يقرأ سورة الملك حتى

ختمها فاتى النبى صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هى المانعة و هى المنجية تنجيه من عذاب القبر . (اخرجه الترمذى)

হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক ছাহাবী একটি কবরের উপর বসিয়াছিলেন। কোন বাহ্যিক আলামত না থাকার কারণে উহা যে একটি কবর তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। পরে তিনি হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, সেই কবরের অভ্যন্তরে এক ব্যক্তি সুরা মুলক পাঠ করিতেছে। সুরা শেষ হওয়ার পর তিনি এই ঘটনা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়া ব্যক্ত করিলেন। ঘটনার বিবরণ শুনিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহা কবরের আজাব হইতে রক্ষাকারী সুরা। (তিরমিজী শরীফ)

কবরে কোরআন শরীফ

কবরে সমাহিত মুরদার কর্তৃক কোরআন শরীফ তেলাওয়াত সংক্রান্ত দুইটি বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হইল–

عن عكرمة رضى الله عنه قال يؤتى المؤمن مصحفا يقرأ فيه

(اخرجه ابن منده)

হযরত ইকরাম রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, কবরে মোমেনকে একটি কোরআন শরীফ দেওয়া হয় যাহা দেখিয়া দেখিয়া সে তেলাওয়াত করে।

(ইবনে মান্দাহ)

অপর এক বর্ণনায় আছে–

نقل السهيل فى دلائل النبوة عن بعض الصحابة انه حفر قبرا فى موطن فانفتحت طاقة فاذا شخص على السرير و بين يديه مصحف يقرأ فيه و امامه روضة خضراء و ذلك باحد و علم انه من الشهداء لانه رأى فى صفحة وجهه جرحه فاورد ذلك ابن حبان فى تفسيره .

দালায়েলুন্নবুওয়্যত কিতাবে এক ছাহাবী হইতে বর্ণিত আছে, একবার তাহারা একটি কবর খনন করিতেছিলেন। উহার পাশেই অপর একটি কবর ছিল। খনন কার্য চালাইবার সময় হঠাৎ কেমন করিয়া পাশের কবরের গায়ে একটি ছিদ্র হইয়া গেলে তাহারা ঐ ছিদ্রপথে দেখিতে পাইলেন, ঐ কবরে এক

ব্যক্তি তখতের উপর উপবেশন করিয়া আছেন এবং তাঁহার সম্মুখে একটি কোরআন শরীফ রক্ষিত। তিনি উহা হইতে তেলাওয়াত করিতেছেন। আর তাহার সামনেই একটি সবুজ বাগান বিদ্যমান। ঘটনাস্থলটি ছিল ওহোদ পাহাড় এবং পরে জানা গিয়াছে যে, ঐ ব্যক্তি ছিলেন একজন শহীদ। তাহার চেহারায় যখমের চিহ্নও ছিল।

কবরে হাফেজ হওয়ার ব্যবস্থা

কবরে মুরদার কর্তৃক কোরআন শরীফ তেলাওয়াত সংক্রান্ত একাধিক ঘটনা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। হাদীসের বিবরণ দ্বারা জানা যায়– দুনিয়াতে যাহারা কোরআন শরীফ হেফজ শুরু করিয়া উহা সম্পন্ন করার পূর্বেই ইন্তেকাল করিয়াছে, আল্লাহ পাক ফেরেশতার মাধ্যমে কবরে তাহাদের হেফজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। নিম্নে এতদ্‌সংক্রান্ত একটি হাদীস উল্লেখ করা হইল–

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن ثم مات و لم يستظهره اتاه ملك يعلمه فى قبره فيلقى الله و قد استظهره . (اخرجه ابو الحسين بن شبران فى فوائده من طريق عطية الاوفى)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি কোরআন শরীফ পড়িল কিন্তু উহা হেফজ করার পূর্বেই মরিয়া গেল, তবে এই অবস্থায় কবরে একজন ফেরেশতা আসিয়া তাহাকে কোরআন শিক্ষা দিবেন। ফলে পরবর্তীতে সে একজন হাফেজরূপে আল্লাহ পাকের সঙ্গে সাক্ষাত করিবে। (যেন মর্যাদার ক্ষেত্রে সে অপরাপর হাফেজদের তুলনায় পিছাইয়া না থাকে)।

ফায়দা ঃ

এখানে স্মরণ রাখিবার বিষয় হইল– মৃত্যুর পর কবরে নামাজ-তেলাওয়াত প্রভৃতি আমলসমূহ ওয়াজিব ফরজ বা কর্তব্য হিসাবে করা হয় না। বরং মোমেন বান্দা আল্লাহ পাকের এবাদতের স্বাদ আস্বাদন, তৃপ্তি অনুভব এবং অধিক মর্যাদা প্রাপ্তির জন্যই উহা করিয়া থাকে।

কবরে মোমেনদের আলোচনা

হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, মৃত্যুর পর কবর জগতে মোমেনগণ পরস্পর

দেখা-সাক্ষাত এবং আলাপ-আলোচনা করিয়া থাকে। এতদ্‌সংক্রান্ত একটি হাদীসের বিবরণ এইরূপ–

عن قيس بن قبيصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن لم يؤذن له فى الكلام مع الموتى قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتكلم الموتى قال نعم و يتوارون ۰ (اخرجه الشيخ ابن حبان فى كتاب الوصايا)

হযরত কায়েস বিন কাবিসাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি মোমেন নহে, তাহাকে অপরাপর মুরদারদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয় না। জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্লাহর রাসূল! মৃতব্যক্তিরাও কি পরস্পর কথাবার্তা বলে? জবাবে তিনি বলিলেন, হাঁ (তাহারা পরস্পর কথাবার্তা বলে) এবং পরস্পর দেখা-সাক্ষাতও করে। (ইবনে হাব্বান)

কবর হইতে ছালামের জবাব

হাদীসের সুস্পষ্ট বিবরণ দ্বারা জানা যায় যে, কবর জেয়ারতের সময় ছালাম করিলে কবরবাসী উহা শুনিতে পায় এবং ছালামের জবাবও দেয়। এমনকি পরিচিতজন জেয়ারত করিতে গেলে কবরবাসী তাহাকে চিনিতেও পারে। নিম্নে এই বিষয়ে দুইটি হাদীস উল্লেখ করা হইল–

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يزاور اخاه و يجلس عنده الا استانس به و رد عليه حتى يقوم ۰ (اخرجه ابن ابى الدنيا فى كتاب الفتون)

হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কেহ তাহার কোন মুসলমান ভ্রাতার কবর জেয়ারত করে এবং তাহার নিকটে উপবেশন করে, তবে মুরদার তাহার উপস্থিতি দ্বারা প্রীত হয় এবং তাহার ছালামের জবাব দেয়– যতক্ষণনা সে তথা হইতে উঠিয়া চলিয়া যায়। (ইবনে আবিদ্দুনিয়া)

অন্য রেওয়ায়েতে আছে–

عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما

من احد يمر بقبر اخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه الا عرفه و رد عليه السلام · (اخرجه عبد البر و صححه عبد الحق)

হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কেহ তাহার এমন কোন মুসলমান ভ্রাতার কবরের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় তাহাকে ছালাম করে– যাহার সঙ্গে দুনিয়াতে তাহার পরিচয় ছিল, তবে সে কবর হইতে তাহাকে চিনিতে পারে এবং ছালামের জবাব দেয়। (ইবনু আব্দুল বার)

শহীদগণের রূহ

বেহেশতে শহীদগণের রূহের অবস্থান সম্পর্কে বলা হইয়াছে–

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارواح الشهداء فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنة حيث شاءت ثم تأوى الى قناديل تحت العرش · (اخرجه مسلم)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শহীদগণের আত্মাসমূহ বেহেশতের সবুজ পাখীদের দেহে প্রবেশ করিয়া ইচ্ছামত বেহেশতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পানাহার করে। পরে আরশের নীচে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপসমূহে গিয়া অবস্থান করে।

– (মুসলিম শরীফ)

মোমেনের রূহ

বেহেশতে মোমেনের রূহের অবস্থান সম্পর্কে বলা হইয়াছে–

عن كعب بن مالك رضى الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما نسيمة المؤمن طائر يتعلق فى شجر الجنة حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعثه · (اخرجه مالك و احمد و النسائى)

হযরত কায়া'ব ইবনে মালেক রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মোমেনের রূহ পাখীর দেহে প্রবেশ করিয়া বেহেশতের বৃক্ষরাজিতে অবস্থান করে। এইভাবে সুদীর্ঘকাল জান্নাতে বিচরণের পর কেয়ামত কায়েম হওয়ার পর আল্লাহ পাক মোমেনের

রূহকে তাহার দেহে ফিরাইয়া দিবেন।* (ইমাম মালেক, আহ্‌মদ, নাসায়ী)

কবরবাসী পরস্পরকে চিনিতে পারে

عن ام بشر بن البراء انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل تتعارف الموتى قال تربت يداك النفس المطمئنة طير خضر فى الجنة فان كان الطير يتعارفون فى رءوس الشجر فانهم يتعارفون ۰ (اخرجه ابن سعد)

হযরত উম্মে বিশর ইবনে বারা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মৃতব্যক্তিগণ একে অপরকে চিনিতে পারে কি? জবাবে তিনি বলিলেন, তোমার হাতে মাটি নিক্ষেপ হউক (আরবীতে আদর করিয়া এইরূপ

টীকা ঃ

★ কাহারো মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, বর্ণিত হাদীসের আলোচনায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বেহেশতে শহীদ ও মোমেনগণ মানুষ থাকিবে না। বরং তাহাদিগকে পাখীর আকার ধারণ করান হইবে। ইহাতে মানুষের মর্যাদা হানি করা হইল। কারণ, পাখীর তুলনায় মানুষ শ্রেষ্ঠ। অথচ বেহেশতে মানুষকে পাখীতে পরিণত করা হইবে। এই প্রশ্নের জবাবে হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা আশ্রাফ আলী থানভী (রহঃ) বলিয়াছেন–

যেই সকল পাখীর দেহে শহীদগণের রূহ অবস্থান করিবে উহারা কেবল তাহাদের সওয়ারী বা বাহন হইবে। প্রকৃত দেহ হইবে না। তাহাদের মানবদেহ থাকিবে স্বতন্ত্র। পাখীর দেহে শহীদগণের অবস্থান ঠিক আমাদের পাল্কীর (বা উড়ো জাহাজের) মত। পাল্কীর দরজা বন্ধ করিলে শুধু পাল্কীই দৃষ্টিগোচর হইবে, আরোহীর দেহ দেখা যাইবে না। কিন্তু ইহাতে কখনো এই কথা প্রমাণিত হয় না যে, পাল্কীই আরোহীর দেহ বা উহাতে আরোহীর রূহ ঢুকিয়া রহিয়াছে। বরং সকলেই বলিবে যে, পাল্কীর ভিতরে যেই মানুষ রহিয়াছে তাহার দেহ পাল্কীর খাচা বা বডি হইতে স্বতন্ত্র। পাল্কী কেবল তাহার বাহনমাত্র। ঠিক তেমনি বেহেশতে শহীদের রূহের জন্য পাখীর দেহ পাল্কীর মত হইবে। উহার অভ্যন্তরে মানবরূহ মানবদেহ লইয়াই আরোহণ করিবে। সুতরাং ইহাতে মানুষ পাখী হইয়া যাওয়ার প্রশ্ন আসিতে পারে না। অবশ্য মানুষের রূহ যদি নিজ দেহ ছাড়িয়া পাখীর দেহে ঢুকিত তবে এই প্রশ্ন যুক্তিসঙ্গত হইত।

পূর্বের পৃষ্ঠার টীকা

এক্ষণে দেখিতে হইবে, শহীদের রূহ্‌যে মানবদেহে ঢুকিয়া পাখীর দেহের পিঞ্জরে আরোহণ করিবে, উহা কোন্ মানবদেহ। পঞ্চইন্দ্রিয়ের মানবদেহ, না অন্য কোন প্রকার দেহ। এই তথ্য অবগত হওয়ার জন্য কাশফের প্রয়োজন। কোরআন ও হাদীস এই সম্পর্কে নীরব। আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন আল্লাহওয়ালাগণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, আলমে বরযখে মানুষকে ইহজগতের মতই এক দেহ দেওয়া হইবে। তবে প্রকৃতপক্ষে উহা এই দেহের মত পঞ্চইন্দ্রিয়ের হইবে না। কেবল উহার সদৃশ হইবেমাত্র। কিন্তু ইহজগতের দেহ হইতে উহা আরো সূক্ষ্ম হইবে। এই সদৃশ্য দেহ কেবল আলমে বরযখের মধ্যেই দেওয়া হইবে। অবশেষে বেহেশত ও দোজখে পুনরায় পঞ্চভৌতিক দেহ দেওয়া হইবে। অবশ্য আলমে বরযখে পার্থিব দেহ প্রদান করা অসম্ভব নহে। কিন্তু কোন আহলে কাশ্‌ফ ব্যক্তি তদ্রূপ দেখিতে পান নাই। তাহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, আলমে বরযখে সদৃশ্য দেহের মধ্যেই শাস্তি বা আরাম হইয়া থাকে।

সুতরাং কাফেররা যে বলিয়া থাকে, হাদীসে বর্ণিত কবরের আজাবের বিষয়টি আমাদের বোধগম্য নহে। কেননা, মানুষের মৃত্যুর পর আমরা তাহার দেহ মাসের পর মাস পাহারা দিয়াছি, কিন্তু উহাতে আজাব বা শাস্তির কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। উপরোক্ত বর্ণনা হইতে এই প্রশ্নেরও সমাধান পাওয়া যায়।

আলমে বরযখে মানুষ ইহলৌকিক দেহের অনুরূপ এক দেহ প্রাপ্ত হয়, যাহা পঞ্চভৌতিক নহে। সেই দেহের মধ্যেই তখন আজাব বা আরাম হইয়া থাকে। সুতরাং ইহলৌকিক দেহে আজাব বা আরাম অনুভূত না হওয়া, আজাব বা আরাম আদৌ না হওয়ার প্রমাণ নহে।

তা ছাড়া আল্লাহ পাক স্বীয় কুদরত প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোন কোন সময় ইহলৌকিক দেহের উপরও আজাব বা আরাম দেখাইয়াছেন। এমন বহু ঘটনা দেখা গিয়াছে যে, কোন মৃতব্যক্তির কবরে আগুন জ্বলিতেছে। (১৯৭৩ সালে ঢাকা আজিমপুর গোরস্তানে এমন একটি ঘটনা হাজার হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছে –অনুবাদক)। আবার কোন কোন কবর হইতে পবিত্র খুশবু পাওয়া গিয়াছে। আবার কোথাও কবর হইতে কোরআন শরীফ পাঠের শব্দ শোনা গিয়াছে। (হযরত মওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীকে দাফন করার পর ক্রমাগত কয়েক দিন তাঁহার কবর হইতে খুশবু পাওয়া গিয়াছে। –অনুবাদক)

সুতরাং কবরে আরাম বা আজাব সম্পর্কে হাদীসের আলোচনার উপর কোন প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইতে পারে না। –(সংগৃহীত – অনুবাদক)

বলা হয়) আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জীবন যাপনকারী বান্দাগণ বেহেশতে সবুজ পাখীর অভ্যন্তরে থাকে। পাখীরা যদি বৃক্ষ ডালে পরস্পরকে চিনিতে পারে, তবে সকল রূহও পরস্পরকে চিনিতে পারিবে। (ইবনে সা'দ)

মোমেনের রূহ সবুজ পাখীর দেহে আরোহণপূর্বক বেহেশতে ভ্রমণ সম্পর্কিত অপর এক হাদীসে আছে–

اخرج الطبرانى فى مراسيل ضمرة بن حبيب قال سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن ارواح المؤمنين فقال فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنة حيث شاءت

এক ছাহাবী রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মোমেনদের রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তাহারা সবুজ পাখীর দেহাভ্যান্তরে থাকে। বেহেশতে ইচ্ছামত ঘুরিয়া ফিরিয়া খানাপিনা করে। (তাবরানী)

বেহেশত দর্শন

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله وسلم ان ارواح المؤمنين فى السماء السابعة ينظرون الى منازلهم فى الجنة · (اخرجه ابو لثيم)

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মোমেনদের রূহ সপ্ত আকাশে অবস্থান করে এবং তথা হইতে বেহেশতে তাহাদের বালাখানাসমূহ অবলোকন করিতে থাকে।

ফায়দা ঃ আলমে বরযখ সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত আছে। অত্র কিতাবের এগারটি অধ্যায়ে এই বিষয়ে সাতাইশটি হাদীস উল্লেখ করা হইল। এই সাতাইশটি হাদীস এবং তৎপূর্বে বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা বরযখী জীবনের সুখ-শান্তি ও ইজ্জত-সম্মানের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। শারীরিক ও আত্মিক নেয়মত ও আনন্দ কয়েক প্রকার। যেমন–

(১) কষ্ট-মুসীবত হইতে মুক্ত থাকা।

(২) বসবাসের জন্য প্রশস্ত ঘরের ব্যবস্থা হওয়া।

(৩) সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রিয় হওয়া।

(৪) সাহায্যকারীদের আশ্রয় পাওয়া।

(৫) সৃষ্টিকর্তা অনুগ্রহশীল হওয়া।

(৬) সহানুভূতিশীল সঙ্গী বর্তমান থাকা।

(৭) অন্ধকারে আলোর ব্যবস্থা হওয়া।

(৮) কোরআন শরীফ পাঠ করার সুযোগ পাওয়া।

(৯) নামাজ পড়ার ব্যবস্থা থাকা।

(১০) বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ পাওয়া।

(১১) নিজের নিকট আগমনকারীদের নিকট হইতে আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার পাওয়া।

(১২) আহারে স্বচ্ছলতা– বিশেষতঃ বেহেশতী আহার লাভ করা।

(১৩) শয়নের জন্য আরামদায়ক বিছানা পাওয়া।

(১৪) ভাল পোশাক পাওয়া।

(১৫) আলো-বাতাসযুক্ত ঘরের ব্যবস্থা হওয়া। বিশেষতঃ বেহেশতী বাতাসের ব্যবস্থা হওয়া।

(১৬) পায়চারী করার জন্য বাগানের ব্যবস্থা থাকা।

(১৭) আনন্দদায়ক সংবাদ শ্রবণ করা।

(১৮) পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত থাকা।

(১৯) বসবাসের জায়গা উত্তম হওয়া। (জান্নাতের বাগিচা অপেক্ষা উত্তম জায়গা আর কোথায় হইবে?)।

(২০) বেহেশতে অবস্থিত নিজের বাসস্থান নিজের চোখে দেখা।

বর্ণিত হাদীসসমূহে এই সকল কিছুরই সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে মানুষের আরাম-আয়েশের যাবতীয় উপকরণের কথাই বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহা দ্বারা এই কথা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, মুরদারদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষ যেই ধারণা পোষণ করিয়া থাকে যে, মৃত্যুর পর তাহারা অসহায়-নিরুপায় ও নিদারুণ নিঃসঙ্গতার যাতনায় কাতরাইতে থাকে– এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বরং প্রকৃত অবস্থা হইল, দুনিয়াতে মানুষের নিকট আরাম-আয়েশের যত উপকরণ থাকে, সেখানেও সেইসবের আয়োজন থাকিবে। বরং আখেরাতের সুখ-সামগ্রী পার্থিব জীবনের সুখ-সামগ্রী অপেক্ষা অধিক হইবে। অবশ্য মানুষের সুখ-ভোগের কোন কোন উপকরণ সেখানে অনুপস্থিত থাকিবে বটে। যেমন বিবাহ-শাদী ইত্যাতি। উহার কারণ হইল-- আলমে বরযখে মানুষের দৈহিক আবেগ-অনুভূতি অপেক্ষা রূহানী অনুভূতিই প্রবল

হইবে। এই কারণেই সেখানে বিবাহ-শাদীর প্রয়োজনই হইবে না।

পরবর্তীতে কেয়ামত কায়েম হওয়ার পর যখন বেহেশতে প্রবেশ করিবে তখন পুনরায় পার্থিব (পঞ্চইন্দ্রিয়ের) দেহ প্রদান করা হইবে। ফলে ঐ সময় পুনরায় দৈহিক অনুভূতি ও চাহিদার বিকাশ ঘটিবে এবং চাহিদা অনুযায়ী পরমা সুন্দরী হুর দেওয়া হইবে।

এখন প্রশ্ন রহিল আলমে বরযখে মানুষের দৈহিক শক্তি-অনুভূতি হ্রাস পাইয়া রূহানী শক্তি প্রবল হওয়ার পর মানুষের খাদ্য গ্রহণের চাহিদা থাকিবে কিনা? মানুষের দেহ কমজোর হওয়ার পরও তো খাদ্য গ্রহণের খাহেশ ও চাহিদা থাকিতে পারে। যেমন শিশু এবং ওষ্ঠাগত-প্রান ক্ষীণদেহী রোগীদেরও খাবারের চাহিদা থাকে। এই কারণেই বলা হইয়াছে, মোমেনের রূহ সবুজ পাখীর দেহাভ্যান্তরে আরোহণ করিয়া বেহেশতের বাগ-বাগিচায় ঘুরিয়া-ফিরিয়া ফল-মূল গ্রহণ করিতে থাকিবে।

আরো জরুরী কথা

উপরে মানুষের যত প্রকার নেয়মতের কথা বলা হইয়াছে উহার কোন কোনটি মানুষের এখতিয়ারী বা আমলের সহিত সংশ্লিষ্ট। ঈমান গ্রহণ করা এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী নেক আমল করা ইত্যাদি। আবার কোন কোনটি মানুষের এখতিয়ার বহির্ভূত। যেমন– প্রবাসে জুমুআর দিনে কিংবা পেটের পীড়ায় ইন্তেকাল করা ইত্যাদি। ইহা আল্লাহ পাকের অশেষ অনুগ্রহ যে, এই সকল বিষয় মানুষের এখতিয়ার বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও বান্দাকে তিনি উহার বিনিময় দান করেন। কিন্তু বান্দার মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখিত উভয় প্রকার অবস্থা ও কর্ম যাহা দ্বারা সে ছাওয়াব কামাইতেছিল– উহার অবসান ঘটিয়া যায়। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আর সে উহা দ্বারা ছাওয়াব অর্জন করিতে পারে না।

কিন্তু পরম করুনাময় আল্লাহ পাক বান্দার জন্য এমন দুইটি বিকল্প ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন যাহা দ্বারা সে মৃত্যুর পরও অব্যাহতভাবে ছাওয়াব হাসিল করিতে পারিবে। উপরন্তু এই ছাওয়াব ও পুরস্কার ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। সেই দুইটি উপায়ের একটি হইল– বান্দার জন্য আল্লাহ পাক এমন কিছু আমল নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন যাহার ছাওয়াব মৃত্যুর পরও জারী থাকে।

দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল নেক আমল যাহা মৃতব্যক্তি নিজে করে নাই বটে, কিন্তু

অন্য মুসলমানগণ উহা সম্পন্ন করিয়া মুরদারের নামে বখশিয়া দিয়াছে। শরীয়তের পরিভাষায় ইহাকে বলা হয় "ইসালে ছাওয়াব"। আর প্রথমোক্ত ছাওয়াবকে বলা হয় "আল বাকিয়াতুছ্ ছালেহাত"। এক্ষনে আমি এই দুইটি বিষয় সংক্রান্ত কিছু হাদীস উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি।

উপরে আলোচিত দুইটি পথ ব্যতীত তৃতীয় আরো একটি পথের সন্ধান পাওয়া যায়। উহা দ্বারাও মৃতব্যক্তি উপকৃত হইয়া থাকে। অথচ উহার সহিত না মুরদারের কোন আমলের সম্পর্ক আছে, না জীবিতদের কোন আমল উহার সহিত সংশ্লিষ্ট। উহা নিছক আল্লাহ পাকের খাছ রহমত ব্যতীত আর কিছুই নহে। অত্র বিবরণের শেষাংশে ঐ তৃতীয় বিষয়টি সম্পর্কেও কিছু হাদীস উল্লেখ করা হইবে।

মৃত্যুর পরও তিনটি আমলের ছাওয়াব

মানুষের ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে তাহার যাবতীয় আমল বন্ধ হইয়া যায়। তবে হাদীসের সুস্পষ্ট বিবরণ দ্বারা জানা যায়, মৃত্যুর পরও মানুষের তিনটি আমলের ছাওয়াব অব্যাহত থাকে। নিম্নে এই বিষয়ে একটি হাদীস উল্লেখ করা হইল-

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ۰ (اخرجه البخارى فى الادب)

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, মানুষ যখন ইন্তেকাল করে তখন তাহার যাবতীয় আমল বন্ধ হইয়া যায়। তবে তিনটি আমল এমন আছে যাহা মৃত্যুর পরও কার্যকর থাকে। একটি হইল ছদকায়ে জারিয়াহ (অর্থাৎ এমন কোন কাজ যাহার সুফল মানবগণ ভোগ করিতে থাকে। যেমন কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি বা মসজিদ, মাদ্রাসা, পুল ইত্যাদি)। দ্বিতীয়তঃ তাহার এমন দ্বিনী এলেম যাহা দ্বারা মানুষ উপকৃত হইতে থাকে। (যেমন- ধর্মীয় বই-পুস্তক রচনা, তাহার শিক্ষা দানের উত্তরাধিকার এবং ওয়াজ নসীহত ইত্যাদি)। তৃতীয়টি হইল, তাহার এমন নেক সন্তান যে তাহার মঙ্গলের জন্য দোয়া করে। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু উমামা রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত অপর এক হাদীসে চার ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, মৃত্যুর পরও তাহাদের আমলের ছাওয়াব জারী থাকে। হাদীসটি এইরূপ-

عن ابى امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة تجرى عليهم اجورهم بعد الموت مرابط فى سبيل الله و من علم علما و رجل تصدق بصدقة فاجرها له ما جرت و رجل ترك ولدا صالحا يدعو له ٠ (اخرجه احمد)

হযরত আবু উমামা রাজিয়াল্লাহু আনহু রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, চার ব্যক্তি এইরূপ– মৃত্যুর পরও যাহাদের কর্মের ছাওয়াব অব্যাহত থাকে। (১) যেই ব্যক্তি জেহাদের সময় ইসলামী সীমান্তের প্রহরায় নিয়োজিত থাকে। (২) যেই ব্যক্তি এলমে দ্বীন শিক্ষা দান করে। (৩) যেই ব্যক্তি কিছু সদকাহ্ (দান) করিয়া যায়। অতঃপর যত দিন উহার সুফল অব্যাহত থাকে, ততদিন উহার ছাওয়াবও অব্যাহত থাকে। (৪) যেই ব্যক্তি এমন কোন নেক সন্তান রাখিয়া যায়, যে তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকে। (মুসনাদে আহমাদ)

নেক কাজ জারী করিয়া যাওয়ার ছাওয়াব

عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه مرفوعا من سن سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقض من اجورهم شىء ٠ (اخرجه مسلم)

হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী বর্ণিত যে, কেহ কোন ভাল কাজ বা সুপথ প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলে সে উহার ছাওয়াব প্রাপ্ত হইবে। পরবর্তীতে যাহারা ঐ পথে চলিবে, তাহাদের সমপরিমাণ ছাওয়াব ঐ প্রতিষ্ঠাতাও প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। অবশ্য উহার ফলে আমলকারীদের ছাওয়াবেও কোন কমী করা হইবে না। (মুসলিম শরীফ)

মানুষকে কালামে পাকের কোন আয়াত বা কোন মাসআলা শিক্ষাদানের ছাওয়াবের কথা উল্লেখ করিয়া হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه مرفوعا من علم آية من كتاب الله عز وجل أو بابا من علم انمى الله اجره الى يوم القيامة ٠ (اخرجه ابن عساكر – شرح الصدور)

হযরত আবু সাইদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী বর্ণিত আছে যে, যেই ব্যক্তি পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত কিংবা এলমে দ্বীনের একটি মাত্র অধ্যায় বা একটি মাসআলাও অপরকে শিক্ষা দান করে, আল্লাহ পাক উহার ছাওয়াব কেয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে থাকেন। (ইবনে আসাকির)

মৃত্যুর পরও সাত প্রকার নেকী

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ممن يلحق المؤمن من حسناته بعد موته علما نشره او ولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه ·

اخرجه ابن ماجة و فى رواية عن انس رضى الله عنه مرفوعا او غرس نخلا، اخرجه ابو نعيم· (شرح الصدور)

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মোমেনের ইন্তেকালের পরও সে যেই সকল আমলের ছাওয়াব পাইতে থাকে উহা এই– (১) দ্বীনের যেই এলেম সে প্রচার করিয়াছে (২) যেই নেক সন্তান সে (দুনিয়াতে) রাখিয়া আসিয়াছে (৩) যেই কোরআন শরীফ উত্তরাধিকার হিসাবে রাখিয়া আসিয়াছে (৪) যেই মসজিদ সে নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে (৫) যেই মুসাফিরখানা সে বানাইয়া আসিয়াছে (৬) যেই পানির নহর সে চালু করিয়া আসিয়াছে। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীস অনুযায়ী (৭) (মানুষের উপকারার্থে) যেই বৃক্ষ সে লাগাইয়া আসিয়াছে। (ইবনে মাজা, আবু নোয়াইম)

সন্তানের এস্তেগফার

হাদীসের সুস্পষ্ট বিবরণ দ্বারা জানা যায় মৃত্যুর পর দুনিয়াতে অবস্থানরত সন্তানদের এস্তেগফার দ্বারাও উপকৃত হওয়া যায়। এই বিষয়ে আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস–

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليرفع الدرجة للعمل الصالح فى الجنة فيقول يا رب انى لى هذه فيقول باستغفار ولدك لك · (اخرجه الطبرانى)

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ পাক তাঁহার কোন কোন নেক বান্দাকে বেহেশতে উচ্চ মর্যাদা দান করিবেন। বান্দা উহা দেখিয়া আরজ করিবে, আয় পরওয়ারদিগার! আমি কেমন করিয়া এই মর্যাদা প্রাপ্ত হইলাম? আল্লাহ পাক ফরমাইবেন, তোমার সন্তান তোমার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিয়াছে। উহার প্রতিদানেই তুমি ইহা প্রাপ্ত হইয়াছ।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে—

و اخرج ايضا عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الرجل يوم القيامة من الحسنات امثال الجبال فيقول ان هذا فيقال بالسغفار ولدك لك · (شرح الصدور)

তাবরানীতে আরো বর্ণিত আছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন কোন কোন বান্দা নিজের সম্মুখে পাহাড় পরিমাণ নেকী দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে, আমি এত নেকী কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলাম? তাহাকে বলা হইবে, ইহা তোমার সন্তানদের এস্তেগফারের বিনিময়ে প্রাপ্ত হইয়াছ।

মুরদারের জন্য হাদিয়া প্রেরণ

হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা যায়, কবরে মুরদারগণ নিতান্ত অসহায়ের মত সাহায্য প্রার্থনা করিতে থাকে। দুনিয়া হইতে কেহ কিছু প্রেরণ করিলে উহা তাহাদের নিকট গোটা পৃথিবী অপেক্ষা উত্তম বস্তু বলিয়া মনে হয়। পূর্ণ হাদীসটি এইরূপ—

عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم ما الميت فى قبره الا شبه الغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او ولد او صديق فاذا لحقه كانت احب اليه من الدنيا و ما فيها و ان الله تعالى ليدخل على اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الجبال و ان هدية الاحياء الى الاموات الاستغفار لهم · (اخرجه البيهقى فى شعب الايمان)

হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবরে মুরদারের অবস্থা হইল– পানিতে ডুবিয়া যাওয়ার পর (অসহায়ের মত) সাহায্য প্রার্থনাকারী ব্যক্তির মত। সে তাহার মাতাপিতা, সন্তানাদি এবং বন্ধু-বান্ধবদের পক্ষ হইতে সাহায্য পাওয়ার আশায় অপেক্ষমান থাকে। তাহাদের পক্ষ হইতে কোন দোয়া পাওয়ার পর সে উহাকে দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যকার যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা উত্তম ও প্রিয় বলিয়া মনে করে। আল্লাহ পাক দুনিয়ার অধিবাসীদের দোয়ার বিনিময়ে কবরবাসীকে পাহাড় পরিমাণ ছাওয়াব দান করেন। মৃতদের জন্য জীবিতদের হাদিয়া হইল তাহাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা। (বায়হাকীর শোয়াবুল ঈমান)

মুরদারের জন্য দান

عن سعد بن عبادة انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امى ماتت فاى الصدقة افضل قال الماء فحفر بئرا و قال هذه لام سعد . (اخرجه احمد و الاربعة شرح الصدور)

হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা ইন্তেকাল করিয়াছেন। এখন তাহার জন্য (আমার পক্ষ হইতে) কোন্ ধরনের দান উত্তম হইবে? তিনি ফরমাইলেন, মানুষের জন্য পানির ব্যবস্থা করা। অতঃপর হযরত সা'দ স্বীয় মাতার জন্য একটি কূপ খনন করিয়া বলিলেন, ইহা সা'দের মাতাকে ছাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে উৎস্বর্গকৃত।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে–

عن ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تصدق احدكم بصدقة تطوعا فليجعلها عن ابويه فيكون لهما اجرها و لا ينتقض من اجره شيئا . (اخرجه الطبرانى)

হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন কোন নফল দান-খয়রাত করে, তখন যেন নিজের মাতাপিতার পক্ষ হইতেও দান করে। তাহারা উহার ছাওয়াব প্রাপ্ত হইবেন এবং দানকারীর ছাওয়াবেও কিছুমাত্র কম করা হইবে না। (তাবরানী)

মৃতের সন্তানাদির করণীয়

হাদীসে পাকে পিতামাতার ইন্তেকালের পর সন্তানদের পক্ষ হইতে নফল নামাজ-রোজা ও দান খয়রাত করিয়া তাহাদের নামে ছাওয়াব পৌঁছাইতে বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে হযরত হাজ্জাজ বিন দীনার বর্ণিত হাদীস–

عن الحجاج بن دينار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من البر بعد البر ان تصلى عليهما مع صلوتك و ان تصوم عنهما مع صيامك و ان تصدق عنهما مع صدقتك ۰ (اخرجه ابن ابى شيبة)

হযরত হাজ্জাজ ইবনে দীনার রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পিতামাতার জীবদ্দশায় তাঁহাদের খেদমতের পর ইন্তেকালের পর তাহাদের খেদমতের উপায় হইল–তাহাদের জন্য ছাওয়াব পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে তোমাদের নামাজের সঙ্গে তাহাদের জন্যও নামাজ পড়িবে, তোমাদের রোজার সঙ্গে তাহাদের জন্যও রোজা রাখিবে এবং তোমাদের দান-খয়রাতের সঙ্গে তাহাদের জন্যও দান-খয়রাত করিবে। (অর্থাৎ– নিজেদের ফরজ এবাদত ব্যতীত যেই নফল এবাদত করিবে, উহার ছাওয়াব নিজেদের মাতাপিতার নামেও বখশিবে। (ইবনে আবী শাইবাহ)

মুরদারের জন্য কোরআন তেলাওয়াত

কেহ ইন্তেকাল করিলে আনসার ছাহাবীগণ তাহার কবর জেয়ারত করিতেন এবং কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিয়া তাহাদের নামে ছাওয়াব পৌঁছাইয়া দিতেন। এতদ্‌সংক্রান্ত এক বিবরণে বলা হইয়াছে–

اخرج الخلال فى الجامع عن الشعبى قال كانت الانصار اذا مات لهم الميت اختلفوا الى قبره يقرؤن له القرآن (شرح الصدور) قلت لو لم يصل عندهم لما قرءوا و اعتقادهم الوصول لا يكون بلا دليل فثبت الوصول ۰

হযরত শা'বী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আনসারদের আদত ছিল– কেহ ইন্তেকাল করিলে তাহারা ঐ মুরদারের কবর জেয়ারত করিতেন এবং কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিয়া তাহাদের নামে ছাওয়াব বখশিয়া দিতেন।

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, কোরআন তেলাওয়াতের ছাওয়াব যদি মুরদারের রূহে না পৌঁছিত তবে তাহারা কবর জেয়ারতে গিয়া কোরআন তেলাওয়াত করিতেন না। আর তাহাদের এই বিশ্বাস প্রমাণবিহীন নহে।

(ছাহাবীগণের এই বিশ্বাসের পিছনে রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ব্যতীত আর কোন্ দলীল হইতে পারে?) সুতরাং ইহা প্রমাণিত হইয়া গেল যে, কোরআন তেলাওয়াতের ছাওয়াব মুরদারদের নিকট পৌঁছিয়া থাকে। (শারহুছছুদূর)

কবরে নেক প্রতিবেশী

পার্থিব জীবনে মানুষ যেমন নেক ও সৎ প্রতিবেশী দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হইয়া থাকে অনুরূপভাবে কবর জগতেও নেক পতিবেশী দ্বারা কবরবাসীগণ উপকৃত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস–

عن ابن عباس رضى الله قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم و هل ينفع الجار الصالح فى الاخرة قال هل ينفع فى الدنيا قال نعم قال كذلك فى الاخرة ٠ (اخرجه الماليني)

হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কেহ রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আখেরাতে নেক প্রতিবেশী দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় কি? আল্লাহর রাসূল পাল্টা জিজ্ঞাসা করিলেন, দুনিয়াতে (নেক প্রতিবেশী দ্বারা) কোন উপকার হয় কি? প্রশ্নকারী জবাব দিল– হাঁ। তিনি এরশাদ করিলেন, আখেরাতেও (নেক প্রতিবেশী দ্বারা) উপকার হয়।

একজন নেক প্রতিবেশীর উছিলায়–

عن عبد الله بن نافع المزنى رضى الله عنه قال مات رجل بالمدينة فدفن بها فراه رجل كانه من اهل النار فاغتم لذلك ثم اريه بعد سابعة وثامنة كانه من اهل الجنة فسأله قال دفن معنا رجل من الصالحين فشفع فى اربعين من جيرانه فكنت فيهم ٠ (اخرجه ابن ابى الدنيا)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে' মুজানী বলেন, মদীনায় এক ব্যক্তি ইন্তেকাল করিলে সেখানেই তাহাকে দাফন করা হইল। পরে এক ব্যক্তি স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইল যে, লোকটি জাহান্নামবাসী হইয়াছে। এই স্বপ্ন দেখিয়া সে বেশ চিন্তিত হইল। সাত-আট দিন পর সে আবার দেখিতে পাইল, সে বেহেশতবাসী

হইয়াছে। লোকটিকে সে উহার রহস্য জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল– আমাদের পাশে একজন নেককার ব্যক্তিকে দাফন করা হইয়াছে। তাঁহার প্রতিবেশী চল্লিশ জনের জন্য তাহার সুপারিশ কবুল করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে আমিও একজন। (ইবনে আবিদ্দুনিয়া)

কবরে তাজা বৃক্ষডাল স্থাপন

হাদীসে পাকের বিবরণ দ্বারা জানাযায়– কবরের উপর কোন তাজা বৃক্ষডাল স্থাপন করিলে যতদিন উহা শুকাইয়া না যায়, ততদিন ঐ কবরের আজাব হালকা করা হয়। এই বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস–

عن ابن عباس رضى الله عنه قال مر النبى صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما يعذبان و فى الحديث ثم اخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرس فى كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم صنعت هذا فقال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا ٠ (متفق عليه - مشكوة)

হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, একদা রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি কবর অতিক্রমের সময় বলিতে লাগিলেন, এই দুইজন মুরদারের উপর আজাব হইতেছে। অতঃপর তিনি একটি তাজা খেজুরের ডাল লইয়া চিরিয়া দুই ভাগ করতঃ উভয় কবরে উহা স্থাপন করিয়া দিলেন। উপস্থিত লোকেরা আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি কারণে এইরূপ করিলেন? আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি আশা করিতেছি, যতক্ষণ এই ডালগুলি শুকাইয়া না যাইবে, ততক্ষন তাহাদের কবরের আজাব হালকা হইবে। (বোখারী, মুসলিম, মেশকাত)

عن قتادة ان ابا برزة كان يوصى اذا مت فضعوا فى قبرى مع جريدتين ٠ (اخرجه ابن عساكر - شرح الصدور) و فيه و هذا الحديث اصل فى غرس الاشجار عند القبور٠

হযরত কাতাদা রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, হযরত আবু বারাজা রাজিয়াল্লাহু আনহু ওসীয়ত করিতেন, আমার ইন্তেকালের পর আমার কবরে দুইটি খেজুরের ডাল স্থাপন করিয়া দিও। (ইবনে আসাকির, শারহুছ্ছুদূর)

শরহুছ্ছুদূরে বলা হইয়াছে, এই হাদীসের আলোকেই কবরের পাশে ডাল পুতিয়া দেওয়া হয়।

কবরের আজাব ক্ষমা হওয়ার একটি ঘটনা

عن وهب بن منبه قال مر ارمياء النبى صلى الله عليه وسلم بقبور يعذب اهلها فلما ان كان بعد سنة مر بها فاذا العذاب قد سكن عنها فقال قدوس قدوس مررت بهذه القبور عام الاول و اهلها معذبون و مررت فى هذه السنة و قد سكن العذاب عنها فاذا النداء من السماء يا ارمياء تمزقت اكفانهم و تمعطت شعورهم و درست قبورهم فنظرت اليهم فرحمتهم و هكذا فعل باهل القبور الدارسات و الاكفان المتمزقات و الشعور المتمعطات · (اخرجه ابن النجار فى تاريخه – شرح الصدور)

হযরত ওয়াহাব ইবনে মোনাব্বেহ (রহঃ) বলেন, পয়গম্বর হযরত আরমিয়া (আঃ) একবার এমন কতগুলি কবরের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন, যেইগুলিতে আজাব হইতেছিল। এক বৎসর পর পুনরায় তিনি ঐ একই স্থান দিয়া যাওয়ার সময় দেখিতে পাইলেন, সেই কবরসমূহের আজাব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! এক বৎসর পূর্বে এই সকল কবরে আজাব হইতেছিল, আজ দেখিতেছি সেই আজাব বন্ধ হইয়া গিয়াছে (ইহার রহস্য কি?)। আসমান হইতে আওয়াজ আসিল, হে আরমিয়া! এই মুরদারদের কাফনসমূহ ফাটিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের মাথার চুল ঝরিয়া পড়িয়াছিল এবং কবরসমূহ বিধ্বস্ত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের এই করুণ দশার উপর আমার দৃষ্টি পড়িতেই তাহাদের প্রতি আমার করুণা হইল (এবং আমি তাহাদের আজাব ক্ষমা করিয়া দিলাম)। যাহাদের কাফন ফাটিয়া ও মাথার চুল ঝরিয়া কবর নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, তাহাদের সঙ্গে আমি এইরূপই করিয়া থাকি।

একটি সন্দেহের নিরসন

এখানে অনেকের মনে এইরূপ সন্দেহ জাগিতে পারে যে, অত্র অধ্যায়ে এবং ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীসসমূহ আলোচনার ফলে মৃত্যুর আকাংখা ও বাসনা তখনই পয়দা হইত, যদি উহার বিপরীতে এমন সব হাদীসও না থাকিত যাহা দ্বারা

অনেকের জন্য মৃত্যু এবং মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থাসমূহ কঠিন যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে।

এই প্রশ্নের জবাব হইল– যেই সকল গোনাহ্ ও নাফরমানীর কারণে মানুষ মৃত্যু এবং মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে মুসীবতের শিকার হইবে, ইচ্ছা এবং চেষ্টা করিলেই মানুষ সেই সকল মুসীবত হইতে নাজাত পাইতে পারে। আরো সোজা কথায়– মানুষ নিজের ইচ্ছাতেই পাপাচারে লিপ্ত হইয়া ঐ মুসীবতের শিকার হইতেছে। যাবতীয় পাপাচার ও নাফরমানী হইতে মুক্ত থাকিয়া মৃত্যু এবং তৎপরবর্তী ভয়াবহতা হইতে অব্যাহতি লাভ করতঃ চির শান্তিময় আখেরাতের নেয়মত লাভ করা– ইহা মানুষের ইচ্ছাধীন বিষয়। মানুষ ইচ্ছা করিলেই *আল্লাহর নাফরমানী হইতে বিরত থাকিয়া তাঁহারই গোলামী করতঃ* আখেরাতের অফুরন্ত নেয়মত হাসিল করিতে পারে।

সুতরাং এই ক্ষেত্রে সংশয়ের কিছুমাত্র অবকাশ নাই। যদি এইরূপ নিরর্থক সন্দেহ করা হয়, তবে তো দুনিয়ার কোন ভাল কাজের প্রতিই আসক্তি পয়দা করা যাইবে না। কেননা, সেই ক্ষেত্রেও তো উহার বিপরীত অবস্থার অজুহাতে কল্যাণ ও মঙ্গল হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করা যাইবে।

আমরা এখানে যেই সকল হাদীস উল্লেখ করিয়াছি, উহার মূল উদ্দেশ্য হইল; মৃত্যু এবং তৎপরবর্তী ভয়াবহ অবস্থাসমূহ কল্পনা করার ফলে মানুষের মনে সাধারণতঃ যেই ভয়-ভীতি পয়দা হয়, ইহা পাঠ করার ফলে যেন মানুষের অন্তর হইতে সেই ভয়-ভীতি ও আশঙ্কা দূর হইয়া তদস্থলে আশা, আকাংখা ও শওক পয়দা হয়। অবশ্য হাদীসে পাকে বর্ণিত সেই সকল নেয়মত ও ফজিলত হাসিল করিতে হইলে যে সেই অনুযায়ী আমলও করিতে হইবে তাহা তো সুস্পষ্ট কথা।

আমাদের উদ্দেশ্য এইরূপ নহে যে, বর্ণিত নেয়মত ও ফজিলতসমূহের পাইকারী ওয়াদা রহিয়াছে এবং উহার জন্য কিছুই করিতে হইবে না। কিংবা বল প্রয়োগ করিয়া এই সকল সুযোগ-সুবিধা আদায় করা যাইবে। তা ছাড়া গোনাহ ও পাপাচারের যঘন্যতার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, পাপীদের প্রতি যেই শাস্তিবিধান করা হয় উহাও তেমন কোন কঠোর শাস্তি নহে, বরং তাহাদের শাস্তির ক্ষেত্রেও কিছুটা আসানী ও সহজ করা হয়। এই আসানীর মধ্যেও কোন না কোন মোসলেহাত ও বান্দার কল্যাণ-চিন্তা নিহিত রহিয়াছে। এক্ষনে আমরা এতদ্সংক্রান্ত কতিপয় হাদীস আলোচনা করিব।

মৃত্যুর সময় পাপীদের প্রতি সান্ত্বনা

মৃত্যুর সময় পাপীদিগকে এই কথা বলিয়া সান্ত্বনা দেওয়া হয় যে, তোমরা নিজ নিজ পাপের শাস্তি ভোগ করার পর বেহেশত লাভ করিবে। এই বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস–

فی الفردوس عن ابن عباس رضی الله عنه مرفوعا اذا امر الله تعالی ملك الموت بقبض ارواح من استوجب النار من مذنبی امتی قال بشرهم بالجنة بعد انتقام كذا كذا علی قدر ما یعملون یحبسون فی النار فالله سبحانه ارحم الراحمین ۰

হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক যখন আমার গোনাহ্গার উম্মতদের মধ্য হইতে দোজখের উপযুক্ত ব্যক্তিদের জান কবজ করার হুকুম দেন তখন মালাকুল মউতকে ডাকিয়া বলেন, গোনাহ্গারদিগকে এই সুসংবাদ শোনাইয়া দাও যে, তোমরা নিজ নিজ গোনাহের কারণে এই পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর বেহেশতে গমন করিবে। কেননা, আল্লাহ্ পাক আরহামুর রাহেমীন বা সকল দয়ালু অপেক্ষা বড় দয়ালু। (মুসনাদে ফিরদাউস)

হযরত ওমরের প্রতি বিশ্বনবীর প্রশ্ন

عن عطاء بن یسار قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لعمر بن الخطاب (رضی الله عنه) یا عمر كیف بك اذا انت مت فقاسوا لك ثلاثة اذرع و شبرا فی ذراع و شبر ثم رجعوا الیك و غسلوك و كفنوك و حنطوك ثم احتملوك حتی یضعوك فیه ثم یهیلوا علیك التراب فاذا انصرفوا عنك اتاك فتانا القبر منكر و نكیر اصواتهما كالرعد القاصف و ابصارهما كالبرق الخاطف فتلتلاك و ثرثراك و هولاك، فكیف بك عند ذلك یا عمر قال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم و معی عقلی قال نعم قال اذن اكفیهما ۰

(اخرجه ابو نعیم و ابن ابی الدنیا و البیهقی)

و فی روایة قول عمر رضی الله عنه اترد الینا عقولنا قال نعم كهیئتكم الیوم ۰ (اخرجه احمد و الطبرانی)

হযরত আতা বিন য়াসার রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু-কে বলিতেছিলেন, হে ওমর! সেই সময় তোমার কি অবস্থা হইবে? যখন তোমার ইন্তেকাল হইবে এবং লোকেরা তোমার জন্য সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ ও দেড় হাত প্রস্থ কবর খনন করিতে যাইবে। অতঃপর তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে গোসল দিবে, কাফন পরাইয়া এবং খুশবু মাখিয়া দিবে। পরে তোমাকে বহন করিয়া কবরে রাখিয়া আসিবে। তোমার উপর মাটি চাপা দিয়া তথা হইতে লোকেরা চলিয়া আসিলে তোমার কবরে মুনকার-নাকীর নামক দুইজন পরীক্ষক আসিয়া হাজির হইবে। তাহারা বজ্রের মত বিকট আওয়াজে গর্জিয়া উঠিবে এবং তাহাদের চোখে থাকিবে বিদ্যুতের চমক। তাহারা তোমাকে ভীত-সন্ত্রস্ত ও প্রকম্পিত করিয়া তুলিবে এবং তোমার উপর কর্তৃত্বের স্বরে কথা বলিবে। ওমর! তখন তোমার কি অবস্থা হইবে বল?

হযরত ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু আরজ করিলেন, তখন কি আমার জ্ঞান-বুদ্ধি ঠিক থাকিবে? রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হাঁ! ঠিক থাকিবে। হযরত ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু আরজ করিলেন, তবে তো আমি যথাযথভাবে জবাব দিব।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে– হযরত ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু আরজ করিলেন, তখন কি আমাদের হুশ্-জ্ঞান ফিরাইয়া দেওয়া হইবে? রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হাঁ! এখন তোমাদের হুশ্-জ্ঞান যেইরূপ আছে, তখনো অনুরূপ হুশ্-জ্ঞান ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

(আবু নোয়াইম, ইবনু আবিদ্দুনিয়া, বায়হাকী, মুসনাদে আহমাদ)

হিসাবঃ কবরে ও হাশরে

اخرج الحكيم الترمذى عن حذيفة قال فى القبر حساب و فى الآخرة حساب فمن حوسب فى القبر نجا و من حوسب فى القيامة عذب . قال الحكيم انما يحاسب المؤمن في القبر ليكون اهون عليه غدا فى الموقف فيمحصه فى البرزخ ليخرج من القبر و قد اقتص منه .

হাকিম তিরমিজী (রহঃ) হযরত হোযাইফা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করেন, এক হিসাব হয় কবরে এবং অপর হিসাব হয় হাশরে। কবরেই যার হিসাব সম্পন্ন হয়, সে নাজাত প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে কেয়ামত দিবসের জন্য যার

হিসাব স্থগিত রাখা হয় সে আজাবের শিকার হয়।

হাকিম তিরমিজী উপরোক্ত বিবরণের ব্যাখ্যায় বলেন, মোমেনের হিসাব কবরেই গ্রহণ করা হয় যেন কেয়ামত দিবস তাহার জন্য আসান ও সহজ হয়। এই কারণেই বরযখী জীবনে মোমেনকে কিছুটা কষ্ট দিয়া যাবতীয় গোনাহ ও পাপাচার হইতে পাক-সাফ করিয়া দেওয়া হয়, কবরেই তাহার শাস্তি শেষ হইয়া যায় এবং কেয়ামতের ভয়াবহ আজাব হইতে সে মুক্তি পায়। পক্ষান্তরে কাফেরদের হিসাব হইবে কেয়ামত দিবসে। কবর জগতে বিনা হিসাবেই তাহারা আজাব ভোগ করিতে থাকিবে। (শরহুছ্ছদূর)

ফায়দা ঃ উপরে আলোচিত প্রথম বিবরণ দ্বারা জানা গেল যে, মুমূর্ষু অবস্থায় গোনাহ্গার মুসলমানকেও বেহেশতের সুসংবাদ দেওয়া হয়। এই সুসংবাদের সঙ্গে যদিও আজাবের কথা উল্লেখ থাকে যে, অমুক অমুক অপরাধের শাস্তি ভোগের পর তোমাকে বেহেশত দেওয়া হইবে। কিন্তু এখানে তাহার অবস্থাটি যেন সেই ফাঁসীর আসামীর মত, যেই আসামী নিশ্চিত ফাঁসীর দণ্ড মাথায় লইয়া মৃত্যুর প্রহর গুণিতেছে।

এই কঠিন বিপদের মুহূর্তে তাহাকে যদি বলা হয় যে, তোমার ফাঁসীর হুকুম রহিত করিয়া উহার পরিবর্তে কেবল সাত বৎসরের শাস্তি নির্ধারণ করা হইয়াছে। উপরন্তু ঐ সাত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর তোমাকে পঞ্চাশটি গ্রামেরও মালিক বানাইয়া দেওয়া হইবে; তখন তাহার আনন্দের কোন সীমা থাকিবে কি?

তা ছাড়া মৃত্যুর সময় তো কেবল আজাবের কথাই শোনানো হইবে। কিন্তু অপরাধীর নাজাত ও ক্ষমা হওয়ার বহু উপায় তো তখনো বিদ্যমান থাকিবে। যেমন– তাহার সন্তানাদি ও কোন মুসলমানের দোয়া, দুনিযার জীবনে কৃত তাহার কোন সদকায়ে জারিয়া, কোন মোমেনের সুপারিশ কিংবা রাহমাতুল লিল আলামীনের শাফাআত– সবশেষে মহান করুণাময় আরহামুর রাহেমীনের করুণা-দৃষ্টি ইত্যাদি। এই সবই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

পরবর্তী বিবরণ দ্বারা ইহা ব্যাপকভাবেই এই সুসংবাদ প্রমাণিত হইয়াছে যে, মোমেনগণ মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হইবে। কারণ, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশ্নের জবাব দানকালে হযরত ওমর "আমাদের" এই বহুবচন শব্দটি প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তখন কি আমাদের হুশ-জ্ঞান ফিরাইয়া দেওয়া হইবে? এই সময় রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হাঁসূচক জবাব

দ্বারা ইহা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, বিষয়টি কেবল হযরত ওমর পর্যন্তই সীমিত ছিল না, বরং উহা সকল মোমেন মুসলমানের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য ছিল।

সুতরাং ইহা প্রমাণিত হইয়া গেল যে, কবরে সওয়াল-জওয়াবের সময় সকলের জ্ঞান-বুদ্ধিই স্থির থাকিবে। আর জ্ঞান-বুদ্ধি ঠিক থাকিলে যে মুনকার নাকীরের প্রশ্নের জবাবও ঠিক ঠিক দেওয়া যাইবে– রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাও স্বীকার করিয়াছেন।

তৃতীয় বিবরণ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কবরের কষ্ট-যাতনাও নিরর্থক নহে। বরং কবরের সামান্য কষ্ট-মুসীবতের উছিলায় কাল কেয়ামতের ভয়াবহ বিপদ হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে।

১২ তম অধ্যায়

(পরকালের সুখ-শান্তির বিবরণ)

আরশের ছায়া

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل و شاب نشأ فى عبادة الله و رجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه و رجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه و تفرقا عليه و رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه و رجل دعته امرأة ذات حسب و جمال فقال انى اخاف الله و رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه . (متفق عليه - مشكوة)

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ পাক সাত প্রকার মানুষকে (হাশরের দিন) স্বীয় আরশের ছায়াতে স্থান দিবেন, যেই দিন তাঁহার আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকিবে না। সেই সাত শ্রেণীর মানুষ হইল–

(১) আদেল ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ।

(২) ঐ যুবক যে আল্লাহর এবাদত-বন্দেগীর মধ্য দিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে।

(৩) যাহার অন্তর মসজিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত– থাকে মসজিদ হইতে বাহির

হইবার পর পুনরায় মসজিদে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত।

(৪) যেই দুই ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবাসে এবং আল্লাহর জন্যই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়।

(৫) যেই ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণে নীরবে অশ্রু ঝরায়।

(৬) যেই ব্যক্তিকে কোন রূপসী নারী অপকর্মের জন্য আহবান করে এবং সে এই বলিয়া তাহার আহবান প্রত্যাখ্যান করে যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।

(৭) যেই ব্যক্তি এমনভাবে কোন দান-সদকা করে যে, তাহার ডান হাত কি দান করিল উহা তাহার বাম হাতও টের পায় না। (বোখারী, মুসলিম)

হাশরে তিন শ্রেণীর মানুষ

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة اصناف صنفا مشاة و صنفا ركبانا و صنفا على وجوههم الحديث رواه الترمذى - مشكوة

قال الشراح المشاة هم المؤمنون الذين خلطوا عملا صالحا بسيئتها و قالوا فى الركبان هم السابقون الكاملون فى الايمان .

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হাশরের ময়দানে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া উঠিবে। এক শ্রেণী আসিবে পায়ে হাঁটিয়া। এক শ্রেণীর মানুষ আসিবে সওয়ার হইয়া। আরেক শ্রেণীর মানুষ (পা উপরে এবং মাথা নীচের দিকে করিয়া) মুখের উপর ভর দিয়া চলিতে চলিতে আসিবে। (তিরমিজী শরীফ)

হাদীস বিশারদগণ বলিয়াছেন, পায়ে হাঁটিয়া আগমনকারী দলটি হইবে ঐ শ্রেণীর ঈমানদার– যাহারা নেকীও করিয়াছে এবং বদীও করিয়াছে। আর যাহারা ঈমানে পূর্ণতা অর্জন করিয়াছে তাহারা সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া আগমন করিবে। আর কাফের-মোশরেকরা নিজেদের চেহারার উপর ভর দিয়া চলিতে চলিতে আসিবে।

হাশর দিবসের পোশাক

عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فى طويل و اول من يكسى يوم القيامة ابراهيم ۰ (متفق عليه)

فى المرقاة ان الاولياء يقومون من قبورهم حفاة عراة لكن يلبسون اكفانهم ثم يركبون النوق و يحضرون المحشر فيكون هذا الالباس محمولا على الخلع الالهية و الحلل الجنتية على الطائفة الاصطفائية ۰

হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে পোশাক পরানো হইবে। (এই বক্তব্য দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অন্য সকলকেও পোশাক পরানো হইবে বটে, তবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে সকলের আগে পরানো হইবে)। (বুখারী, মুসলিম)

মেশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মেরকাতে উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত প্রিয় বান্দাগণ খালি পায়ে, খালি দেহে কবর হইতে উঠিবে বটে, কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ কাফনকেই পোশাক হিসাবে পরিধান করাইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর উটের উপর আরোহণ করাইয়া হাশরের মাঠে হাজির করা হইবে। সুতরাং হাদীসে পাকে যেই পোশাকের কথা বলা হইয়াছে, উহা হইবে আল্লাহর খাছ বান্দাদের জন্য বেহেশ্‌তী পোশাক।

পাপীদের ক্ষমা

হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক মোমেনদের হিসাব গ্রহণের সময় তাহাদিগকে রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া লইবেন। বান্দা একে একে নিজের যাবতীয় গোনাহের কথা স্বীকার করিবার পর আল্লাহ পাক বান্দার সমুদয় গোনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। নিম্নে পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করা হইল–

عن ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه و يستره فيقول ا تعرف ذنب كذا ا تعرف ذنب كذا فيقول نعم اى رب حتى قرره بذنوبه و رأى فى نفسه انه قد

هلك قال سترتها عليك فى الدنيا و انا اغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته · (متفق عليه - مشكوة)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক হিসাব গ্রহণের সময় মোমেন বান্দাদিগকে নিকটে আনিয়া স্বীয় রহমতের আঁচল দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বলিবেন, অমুক অমুক গোনাহের কথা কি তোমার স্মরণ আছে? বান্দা আরজ করিবে, পরওয়ারদিগার! সেই গোনাহের কথা আমার নির্ঘাত স্মরণ আছে। আল্লাহ পাক এইভাবে একে একে যাবতীয় গোনাহের কথা বান্দার মুখে স্বীকার করাইয়া লইবেন। বান্দা মনে মনে ভাবিবে, হায়! আর বুঝি আমার রক্ষা নাই, আমি বুঝি শেষ হইয়া গেলাম। এমণ সময় পরওয়ারদিগার ঘোষণা করিবেন, হে আমার বান্দা! দুনিয়াতেও আমি তোমার যাবতীয় গোনাহ-খাতা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম, আজও আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিতেছি। অতঃপর বান্দাকে তাহার নেকী ও পূণ্যের আমলনামা প্রদান করা হইবে। (বুখারী, মুসলিম)

হাশর মোমেনের জন্য আছান হইবে

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنى من يقوى على القيام يوم القيامة فقال يخفف على المؤمن حتى يكون عليه كالصلوة المكتوبة · و فى رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم كان مقداره خمسين الف سنة فقال نحوه -

(رواهما البيهقى)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদা তিনি রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেয়ামতের দিন তো অনেক দীর্ঘ হইবে। সেই দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? জবাবে তিনি এরশাদ করিলেন, মোমেনদের জন্য উহা ফরজ নামাজে দাঁড়াইয়া থাকার মতই সহজ হইবে।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সুদীর্ঘ কেয়ামত দিবস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে সেই ক্ষেত্রেও তিনি অনুরূপ উত্তর দিয়াছিলেন। (মেশকাত)

হাউজে কাউছার

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حوضى ابعد من ايلة الى عدن لهو اشد بياضا من الثلج و احلى من العسل باللبن و لانيته اكثر من عدد النجوم و انى لاصد الناس عنه كما يصد الرجل ابل الناس عن حوضه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ا تعرفنا يومئذ قال نعم لكم سيماء ليست لاحد من الامم تردون على غرا محجلين من اثر الوضوء . (رواه مسلم - مشكوة)

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার হাউজে কাউছার আইলা হইতে আদান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা অপেক্ষাও বিশাল। উহার পানি বরফ অপেক্ষাও সাদা-পরিষ্কার এবং মধু অপেক্ষা সুমিষ্ট। উহার পেয়ালার সংখ্যা আকাশের তারকা অপেক্ষা অধিক। যাহারা আমার (দলভুক্ত) নহে, আমি তাহাদিগকে ঐ হাউজ হইতে হটাইয়া দিব– যেমন মানুষ নিজের হাউজ হইতে অন্য মানুষের উটকে হটাইয়া দেয়।

এই কথা শুনিয়া উপস্থিত ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই দিন আপনি আমাদিগকে চিনিতে পারিবেন কি? তিনি বলিলেন, হাঁ (আমি তোমাদিগকে চিনিতে পারিব)। সেই দিন তোমাদের মধ্যে এমন একটি চিহ্ন থাকিবে যাহা অন্য কোন উম্মতের মধ্যে থাকিবে না। অর্থাৎ তোমরা যখন আমার নিকটে আসিবে, তখন তোমাদের চেহারা ও হাত-পা অজুর প্রভাবে চমকিতে থাকিবে।

পাপের বিনিময়ে পুণ্য

عن ابى ذر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لاعلم آخر اهل الجنة دخولا و آخر اهل النار خروجا منها رجل يوتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه و ارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا و كذا كذا و كذا فيقول نعم و لا يستطيع ان ينكر و هو مشفق من كبار ذنوبه ان تعرض عليه فيقال فان

لك مكان سيئة حسنة فيقول رب قد عملت اشياء لا اراها ههنا و لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ·

(رواه مسلم)

হযরত আবু জর গিফারী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি নির্ঘাত সেই ব্যক্তিকে চিনি যেই ব্যক্তি সকলের পরে বেহেশতে প্রবেশ করিবে এবং সকলের পরে জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইবে। কেয়ামতের দিন তাহাকে হাজির করিয়া বলা হইবে যে, তাহার ছোট গোনাহসমূহ সামনে পেশ কর এবং বড় গোনাহসমূহ তুলিয়া রাখ (সেইগুলি সামনে আনিও না)। অতঃপর তাহার ছোট ছোট গোনাহগুলি সামনে তুলিয়া ধরিয়া বলা হইবে, অমুক দিন তুমি এই এই অপরাধ করিয়াছিলে কি? বান্দা তাহার অপরাধ স্বীকার করিবে এবং অস্বীকার করার কোন উপায়ও থাকিবে না। বান্দা এই সময় মনে মনে আশঙ্কা বোধ করিতে থাকিবে যে, এক্ষুণি হয়ত আমার বড় বড় গোনাহ্গুলিও প্রকাশ করা হইবে। কিন্তু এই সময় তাহাকে বলা হইবে– "তোমার প্রতিটি গোনাহের বিনিময়ে একটি করিয়া নেকী দেওয়া হইল।" এই ঘোষণা শুনিয়া বান্দা বলিয়া উঠিবে, আয় পরওয়ারদিগার! আমার তো আরো অনেক বড় বড় গোনাহ আছে যাহা এখানে দেখিতেছি না (অর্থাৎ উহার নেকী আমি পাই নাই)।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি লক্ষ্য করিয়াছি, এই (বর্ণনা দেওয়ার) সময় রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হাস্য করিলেন যে, তাঁহার মাঢ়ির দাঁত সমূহও দেখা যাইতেছিল। (মুসলিম, মেশকাত)

শাফাআত

عن انس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شفاعتى لاهل الكبائر من امتى · (رواه الترمذى)

হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার শাফাআত আমার উম্মতের বড় বড় পাপীদের জন্য (তিরমিজী, মেশকাত)

عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف اهل النار فيمر بهم رجل من اهل الجنة فيقول الرجل منهم يا فلان اما

تعرفنى انا الذى سقيتك شربة و قال بعضهم انا الذى وهبت لك وضوءا فيشفع له فيدخله الجنة (رواه ابن ماجة)

হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোজখীদের হালাত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, কোন বেহেশতী ব্যক্তি দোজখীদের সম্মুখ দিয়া যাওয়ার সময় দোজখীদের একজন বলিয়া উঠিবে, হে অমুক ব্যক্তি! তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই? (দুনিয়াতে একদিন) আমি তোমাকে এক ঢোক পানি পান করাইয়াছিলাম। অন্য এক ব্যক্তি বলিবে, আমি তোমাকে একদিন অজুর পানি দিয়াছিলাম। তখন ঐ বেহেশতী লোকটি তাহার জন্য সুপারিশ করিয়া তাহাকে বেহেশতে লইয়া যাইবে।
(ইবনে মাজা, মেশকাত)

১৩ তম অধ্যায়
বেহেশতের রূহানী ও জেসমানী নেয়মত সমূহের বিবরণ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر و اقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين . (متفق عليه)

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব নেয়মত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি যে, না কোন চক্ষু উহা দেখিয়াছে, না কোন কান তাহা শুনিয়াছে আর না কোন অন্তর উহা কল্পনাও করিতে পারিয়াছে। ইচ্ছা হইলে নিম্নের আয়াত তেলাওয়াত করিয়া দেখিতে পার (যে, উহাতে কি বলা হইয়াছে)।

فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين

অর্থঃ কাহারো জানা নাই যে, বেহেশতবাসীদের জন্য কি কি নেয়মত গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে, যাহা তাহাদের চোখ জুড়াইয়া দিবে।

বেহেশতী নারীর রূপ-সৌন্দর্য

عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان امرأة من نساء اهل الجنة اطلعت الى الارض لاضاءت ما بينهما و لملأت ما بينهما و لنصيفها على رأسها خير من الدنيا و ما فيها · (رواه البخارى)

হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বেহেশতবাসীদের কোন একজন স্ত্রী যদি পৃথিবীর দিকে উঁকি দিয়া দেখে, তবে আসমান ও জমিনের সকল কিছুই আলোকিত হইয়া যাইবে এবং গোটা পৃথিবী সুগন্ধিতে ভরিয়া যাইবে। তাহার মাথার ওড়না পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যস্থিত সকল কিছু অপেক্ষা উত্তম ও মূল্যবান। (বোখারী, মেশকাত)

বেহেশতের সুবিশাল বৃক্ষ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام و لا يقطعها · (متفق عليه)

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জান্নাতের একটি বৃক্ষ এমন (সুবিশাল) হইবে যে, কোন সওয়ার একশত বৎসর চলিয়াও উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। (বোখারী, মুসলিম)

বেহেশতবাসী ও হুরদের রূপ-সৌন্দর্য

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم كاشد كوكب درى فى السماء اضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لاختلاف بينهم و لا تباغض لكل امرء منهم زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم و اللحم من الحسن · (متفق عليه)

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বেহেশতে সর্বপ্রথম যেই দলটি প্রবেশ করিবে তাহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল ও সুন্দর হইবে। তাহাদের পরে যাহারা প্রবেশ করিবে তাহারা হইবে আকাশের উজ্জ্বল তারকার মত জ্যোতির্ময়। তাহাদের সকলের হৃদয় হইবে একটি মানুষের হৃদয়ের মত। পরস্পরের মধ্যে কোন বিরোধ ও হিংসা-বিদ্বেষ থাকিবে না। তাহাদের সকলে দুইজন করিয়া ডাগর নয়না স্ত্রী লাভ করিবে। অতীব সৌন্দর্যের কারণে তাহাদের পায়ের গোছার মজ্জা পর্যন্ত উপর হইতে দেখা যাইবে। (বুখারী, মুসলিম, মেশকাত)

পরিচ্ছন্ন বেহেশতঃ

সেখানে পেশাব-পায়খানা ও থুথু থাকিবে না

عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنة يأكلون فيها و يشربون و لا يتفلون و لا يبولون و لا يتخطون ·
(رواه مسلم)

হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বেহেশতবাসীগণ সেখানে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিবে, কিন্তু তাহারা কখনো থুথু ও মল-মুত্র ত্যাগ করিবে না। (মুসলিম শরীফ)

বেহেশতের স্থায়ী সুখ

জান্নাতে প্রবেশের পর তথাকার জীবন-যৌবন ও সুখ-ভোগ এমনই স্থায়ী হইবে যে, উহা আর কখনো বিনষ্ট হইবে না ও লোপ পাইবে না। হাদীসে পাকে বিষয়টি এইভাবে বিবৃত হইয়াছে–

عن ابى سعيد رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينادى مناد ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا و ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا و ان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا و ان لكم ان تنعموا فلا تيأسوا ابدا · (رواه مسلم)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (বেহেশতে প্রবেশের পর)

জনৈক ঘোষণাকারী বলিবে, তোমাদের জন্য ইহাই সাব্যস্ত হইয়াছে যে, তোমরা চির দিন সুস্থ থাকিবে এবং কখনো অসুস্থ হইবে না। চিরদিন জীবিত থাকিবে এবং কখনো মৃত্যুবরণ করিবে না। অনন্তকাল তোমাদের যৌবন অক্ষুণ্ন থাকিবে এবং কখনো তোমরা বৃদ্ধ হইবে না। চিরকাল তোমরা পরম সুখে থাকিবে এবং দুঃখ-কষ্ট কখনো তোমাদেরকে স্পর্শ করিবে না। (মুসলিম শরীফ)

বেহেশতের শ্রেষ্ঠ নেয়মত

عن ابى سعيد رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول لاهل الجنة يا اهل الجنة فيقولون لبيك ربنا و سعديك و الخير كله فى يديك فيقول هل رضيتم فيقولون و مالنا لا نرضى يا رب و قد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك فيقول الا اعطيكم افضل من ذلك فيقولون يا رب و اى شىء افضل من ذلك فيقول احل عليكم رضوانى فلا اسخط بعده ابدا ۰ (متفق عليه)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ পাক বেহেশতবাসীকে ডাকিয়া বলিবেন, হে জান্নাতবাসী! তাহারা জবাব দিবে– আয় পরওয়ারদিগার আমরা হাজির, যাবতীয় খায়ের ও ভালাই আপনারই হাতে (অর্থাৎ আপনি কি হুকুম করিতেছেন?)। আল্লাহ পাক বলিবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হইয়াছ? তাহারা বলিবে, পরওয়ারদিগার! আমরা কেন সন্তুষ্ট হইব না, অথচ আপনি আমাদিগকে এত প্রচুর নেয়মত দান করিয়াছেন যে, অপর কাহাকেও এত নেয়মত দান করেন নাই। রাব্বুল আলামীন বলিবেন, আমি কি তোমাদিগকে উহা অপেক্ষাও উত্তম নেয়মত দান করিব? তাহারা আরজ করিবে, হে রব! উহা অপেক্ষা উত্তম নেয়মত আর কি হইতে পারে? এরশাদ হইবে, আমি চির দিনের জন্য তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়া গেলাম এবং আর কখনো অসন্তুষ্ট হইব না। (বুখারী, মুসলিম, মেশকাত)

বেহেশতী প্রাসাদ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ما بنائها قال لبنة من ذهب و لبنة من فضة و ملاطها المسك الاذفر

و حصائها اللؤلؤ و الياقوت و تربتها الزعفران ۰ (رواه احمد و الترمذی)

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! বেহেশতের প্রাসাদ কেমন হইবে? তিনি ফরমাইলেন, (বেহেশতের প্রাসাদের) একটি ইট হইবে স্বর্ণের এবং অপরটি হইবে রূপার। উহার সংযোগ উপাদান হইবে নির্ভেজাল মেশকের এবং উহার কংকর হইবে মণি-মুক্তা ও ইয়াকুত পাথরের। আর উহার মাটি হইবে জাফরানের। (আহমদ, তিরমিজী, দারেমী, মেশকাত)

বেহেশতী বৃক্ষের সোনালী কাণ্ড

عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما فی الجنة شجر الا وساقها من ذهب ۰ (رواه الترمذی)

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বেহেশতে এমন কোন বৃক্ষ নাই যার কাণ্ড স্বর্ণের নহে। (তিরমিজী, মেশকাত)

বেহেশতের ঘোড়া

عن بریدة رضی الله عنه ان رجلا قال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هل فی الجنة من خیل قال ان الله ادخلك الجنة فلا تشاء ان تحمل فیها علی فرس من یاقوت حمراء یطیر بك فی الجنة حیث شئت الا فعلت ۰ (الحدیث)

و فیه ان یدخلك الله الجنة یكن لك فیها ما اشتهت نفسك و لذت عینك ۰ (مشكوة)

হযরত বুরাইদা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! বেহেশতে ঘোড়া পাওয়া যাইবে কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহ পাক তোমাকে বেহেশত দান করিবার পর তোমার যদি এইরূপ ইচ্ছা হয় যে, তুমি লাল ইয়াকুত পাথরের ঘোড়ায় আরোহণ করিবে এবং ঐ ঘোড়া

তোমাকে ইচ্ছামত ঘুরাইয়া ফিরিবে; তবে তোমাকে তাহাও দান করা হইবে। এই হাদীসে আরো বলা হইয়াছে, আল্লাহ্ পাক যদি তোমাকে বেহেশত দান করেন, তবে সেখানে তুমি এমন সবকিছু পাইবে যাহা তোমার মনে চাহিবে এবং যাহা দেখিয়া তোমার চোখ জুড়াইবে। (মেশকাত)

আশি হাজার খাদেম ও বাহাত্তর জন হুর

সর্বনিম্ন শ্রেণীর একজন বেহেশতী আশি হাজার খাদেম ও বাহাত্তর জন প্রাপ্ত হইবে। সেই সঙ্গে তাহারা আরো বিপুল পরিমাণ নাজ-নেয়মত লাভ করিবে। এই বিষয়ে হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادنى اهل الجنة الذى له ثمانون الف خادم و اثنتان و سبعون زوجة و تنصب له قبة من لؤلؤ و زبرجد و ياقوت كما بين الجابية الى صنعاء و بهذا الاسناد قال ان عليهم التيجان ادنى لؤلؤة منها لتضيئ ما بين المشرق و المغرب . (رواه الترمذى)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সর্বনিম্ন শ্রেণীর একজন বেহেশতী আশি হাজার খাদেম ও বাহাত্তর জন স্ত্রী পাইবে। আর তাহার জন্য সান্‌আ হইতে জাবিরা নামক স্থানের দূরত্ব পরিমাণ একটি সুবিশাল গম্বুজ নির্মাণ করা হইবে। উহার উপাদান হইবে মুক্তা, জবরদ এবং ইয়াকুত।

এই সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতবাসীদিগকে এমন মুকুট পরানো হইবে যে, উহার একটি ক্ষুদ্র মুক্ত পৃথিবীর পূর্ব দিগন্ত হইতে পশ্চিম দিগন্তের মধ্যকার সকল বস্তু আলোকিত করিয়া দিতে সক্ষম। (তিরমিজী, মেশকাত)

বেহেশতে উপাদেয় নহর

عن حكيم بن معاوية رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فى الجنة بحر الماء و بحر العسل و بحر اللبن و بحر الخمر ثم تشقق الانهار بعد . (رواه الترمذى)

হাকিম বিন মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বেহেশতে থাকিবে একটি পানির দরিয়া, একটি মধুর দরিয়া, একটি দুধের দরিয়া, একটি শরাবের দরিয়া। আর এ দরিয়াসমূহ হইতে বহু নহর প্রবাহিত হইবে। (তিরমিজী, মেশকাত)

বেহেশতী হুরদের সঙ্গীত পরিবেশন

عن علی رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان فی الجنة لمجتمعا للحور العین یرفعن باصوات لم تسمع الخلائق مثلها یقلن :

نحن الخالدات فلا نبید

و نحن الناعمات فلا نبأس

و نحن الراضیات فلا نسخط

طوبی لمن کان لنا و کنا له · (رواه الترمذی)

হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বেহেশতের ডাগর নয়না হুরগণ একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমায়েত হইয়া সুমধুর ও সুউচ্চ কণ্ঠে গাহিবে–

আমরা চির সঙ্গীনি চিরঞ্জীব
আমাদের কোন ক্ষয় নাই– নাই বিনাশ
আমরা চির সুখী, কোন কষ্ট
স্পর্শ করে না আমাদের
সতত থাকিব সন্তুষ্ট
কখনো হইব না অসন্তুষ্ট
সেজন হইবে চির সুখী
যাহারা লভিল আমাদের
আমরা লভিলাম যাহাদের।

আল্লাহর দীদার

মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ নেয়মত হইল আল্লাহর দিদার। জান্নাতে যাওয়ার পর মানুষ সেই নেয়মতও লাভ করিবে। এক হাদীসে আল্লাহর দিদার লাভের বিষয়টি এইভাবে বলা হইয়াছে–

عن جریر بن عبد الله رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انکم سترون ربکم عیانا و فی روایة قال کنا جلوسا عند رسول الله

صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة البدر فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضارون فى رؤيته - (متفق عليه)

হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে স্পষ্টভাবেই দেখিতে পাইবে।

অন্য রেওয়ায়েতে তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি পূর্ণিমা রজনীর চাঁদের দিকে দেখিয়া বলিলেন, তোমরা (সকলে এক সঙ্গে) যেমন এই চাঁদকে দেখিতে পাইতেছ এবং উহাতে যেমন কাহারো কোন অসুবিধা হয় না। অনুরূপ আল্লাহ পাককেও দেখিতে পাইবে। (বুখারী, মুসলিম, মেশকাত)

عن صهيب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة و تنجنا من النار قال فيرفع الحجاب فينظرون الى وجه الله فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم ٠ (رواه مسلم)

হযরত সোহাইব (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বেহেশতবাসীগণ বেহেশতে প্রবেশের পর আল্লাহ পাক বলিবেন, তোমরা কি আমার নিকট আরো অধিক কিছু কামনা কর? তাহারা আরজ করিবে, (আয় মাওলায়ে কারীম!) আপনি কি আমাদের চেহারাসমূহ উজ্জ্বল করেন নাই? আপনি কি আমাদিগকে বেহেশতে প্রবেশ করান নাই? এবং দোজখের আগুন হইতে মুক্তি দান করেন নাই? (সুতরাং উহার পরও আমাদের চাহিবার আর কি থাকিতে পারে?)

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর আল্লাহ পাক স্বীয় পর্দা সরাইয়া ফেলিবেন। তখন বেহেশতীগণ রাব্বুল আলামীনের অপূর্ব রূপ-সৌন্দর্য দেখিয়া ধন্য হইবে। তাহাদের মনে হইবে যেন আল্লাহর দীদারের মত এমন প্রিয় বস্তু আর কিছুই তাহারা প্রাপ্ত হয় নাই।

(মুসলিম, মেশকাত)

عن ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادنى اهل الجنة منزلة لمن ينظر الى جنانه و ازواجه و نعيمه و خدمه و

سروره مسيرة الف سنة و اكرمهم على الله من ينظر الى وجهه غدوة و عشية ٠ (رواه احمد و الترمذى)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সর্বনিম্ন শ্রেণীর একজন বেহেশতীকে আল্লাহ পাক এত বিপুল নেয়মত দান করিবেন যে, তাহার বাগ-বাগিচা, স্ত্রীগণ, বিবিধ নেয়মত, সেবক এবং বিবিধ সুখ-সামগ্রী এমন বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া পরিব্যাপ্ত থাকিবে যে, উহা অতিক্রম করিতে এক হাজার বৎসর সময় লাগিবে। আর সবচাইতে সম্মানিত বেহেশতী হইবে ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা সকাল-সন্ধ্যা রাব্বুল আলামীনের দীদার লাভে ধন্য হইবে। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিজী, মেশকাত)

বেহেশতবাসীদের প্রতি আল্লাহ পাকের ছালাম

عن جابر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم بينا اهل الجنة فى نعيم اذ سطع لهم نور فرفعوا رءوسهم فاذا الرب قد اشرف عليه من فوقهم فقال السلام عليكم يا اهل الجنة قال و ذلك قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم * قال فنظر اليهم و ينظرون اليه فلا يلتفتون الى شىء من النعيم ما داموا ينظرون اليه حتى يحتجب عنهم و يبقى نوره ٠ (رواه ابن ماجة)

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বেহেশতবাসীগণ বিবিধ নাজ-নেয়মতে মশগুল থাকিবে। এক পর্যায়ে হঠাৎ তাহারা সম্মুখে একটি উজ্জ্বল আলো দেখিতে পাইবে। তাহারা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিবে, ইহা যে স্বয়ং রাব্বুল আলামীন তাহাদের দিকে তাকাইয়া আছেন এবং বলিতেছেন, "আচ্ছালামু আলাইকুম ইয়া আহ্লাল জান্নাত" (হে বেহেশতবাসীরা, তোমাদের প্রতি ছালাম)। রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিম্নের আয়াতে ইহাই বলা হইয়াছে–

سلام قولا من رب رحيم *

অর্থাৎ– করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ হইতে তাহাদেরকে বলা হইবে 'ছালাম'।

মোটকথা, আল্লাহ পাক নিজ বান্দাদেরকে তাকাইয়া দেখিবেন এবং বেহেশতবাসীগণও বিমুগ্ধ নয়নে স্বীয় প্রতিপালকের দীদারে নিমগ্ন থাকিবে।

যতক্ষণ এই দীদারের সুযোগ থাকিবে ততক্ষণ তাহারা অন্য কোন নেয়মতের দিকে ফিরিয়াও তাকাইবে না। এক পর্যায়ে আল্লাহ্ পাক পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হইয়া যাইবেন। কিন্তু উহার পরও তাঁহার নূরের ঐজ্জ্বল্য বিরাজমান থাকিবে। (ইবনে মাজা, মেশকাত)

ফায়দা ঃ একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখুন, বর্ণিত হাদীসসমূহে যেই সকল নেয়মতের কথা বলা হইয়াছে, দুনিয়ার কোন রাজা-বাদশাহের ভাগ্যেও কি তাহা জুটিয়াছে?

জ্ঞাতব্য ঃ পাঠকবর্গের হয়ত স্মরণ থাকিবে যে, ইতিপূর্বে একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আলমে বরযখের নেয়মতসমূহ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উত্থাপন হইয়াছিল। উহার উত্তরও সেখানেই দেওয়া হইয়াছে। এখানেও সেই একই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, বেহেশতের বিবিধ নেয়মতের বয়ান শুনিয়া আমাদের মনে আখেরাতের প্রতি আগ্রহ ও শওক তখনই পয়দা হইত, যদি উহার পাশাপাশি দোজখের আজাবের কথা আমাদের অজানা থাকিত। বেহেশতের অফুরন্ত নেয়মতসমূহের বিবরণ পাঠের পর পরকালের প্রতি মনে যেই আগ্রহ পয়দা হইয়াছিল, পরবর্তীতে দোজখের ভয়াবহ আজাব ও কষ্টের কথা শুনিবার পর উহা একেবারেই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় যেন পরকালের নাম শুনিলেই মনে ভয় ধরিয়া যায়। ফলে আখেরাতের প্রতি আগ্রহের পরিবর্তে দুনিয়াতে অবস্থানই উত্তম বলিয়া মনে হয়। কারণ, যতদিন দুনিয়াতে আছি, ততদিন ঐ ভয়াবহ আজাব হইতে মুক্ত আছি। জ্ঞানীরাও বলেন, সুখ-ভোগের চেয়ে দুঃখের অবসানই অধিক কাম্য।

উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে আমরা আগের মতই বলিব, দোজখ হইতে বাঁচিয়া থাকা আমাদের এখতিয়ারী বিষয়। অর্থাৎ যেই সকল বদ আমলের কারণে দোজখের আজাবের শিকার হইতে হয়, ইচ্ছা করিলেই আমরা সেই সকল অপরাধ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ যদি ঈমানের সহিত কবরে যাওয়া যায়, তবে গোনাহ্গার হওয়া সত্ত্বেও ঈমানের বদৌলতে আল্লাহ পাক দোজখের আজাব আসান করিয়া দিবেন। আর এই ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস হইল– দোজখের শাস্তি যত ভয়াবহই হউক না কেন, একদিন আমরা অবশ্যই মুক্তি লাভ করিব এবং চির শান্তিময় বেহেশত প্রাপ্ত হইব। অর্থাৎ– এই চিন্তা ও বিশ্বাস আমাদের জন্য "যখমের উপর মলম" এর মত কাজ করিবে।

পক্ষান্তরে দুনিয়ার জীবন যত আনন্দময়ই হউক, কিন্তু "পরকালের ভয়াবহ দুঃখ-কষ্টের চিন্তা" পার্থিব জীবনের যাবতীয় সুখ-সম্ভোগ নিমিষে নিঃশেষ করিয়া

দেয়। ইহা দ্বারাই এই কথা প্রমাণিত হয় যে, মোমেনের জন্য আখেরাতের অন্তহীন দুঃখ-কষ্ট, দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় সুখ-শান্তি অপেক্ষা বহু উত্তম। কারণ, পরকালের জাত দুঃখ-কষ্টের মাঝেও বেহেশত প্রাপ্তির একীন বর্তমান থাকিবে। আর পার্থিব জীবনে হাজারো সুখ-শান্তির ভিতরও প্রতিনিয়ত পরকালের আজাব ও গজবের আশঙ্কা, যাবতীয় সুখ-শান্তিকে ম্লান করিয়া দিবে।

এই প্রশ্নের তৃতীয় আরেকটি জবাব যাহা একাদশ অধ্যায়েও উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা এই যে, বহু গোনাহ্গার এইরূপও থাকিবে, যাহারা অপর কাহারো সুপারিশ কিংবা স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের খাস রহমতের বদৌলতে তাহাদের উপর আদৌ কোন আজাব হইবে না। অথবা অস্থায়ীভাবে নেহায়েত মামুলী ধরনের আজাব হইলেও উহাও রহিত হইয়া যাইবে। এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় জবাবের সমর্থনে এখানে কতিপয় রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হইতেছে।

শাস্তি ভোগের পর

عن ابى سعيد رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اهل النار الذين هم اهلها فانهم لا يموتون فيها و لا يحيون و لكن ناس منكم اصابتهم النار بذنوبهم ٠ فاماتهم الله تعالى اماتة حتى اذا كانوا فحما اذن بالشفاعة ٠ (رواه مسلم)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দোজখবাসীদের মধ্যে যাহারা প্রকৃত দোজখী (অর্থাৎ– কাফের ও মোশরেক) তাহারা না একেবারে মরিয়া যাইবে, না ভালভাবে বাঁচিয়া থাকিবে। কিন্তু তোমরা যাহারা মোমেন, তাহাদের একটি অংশ গোনাহের কারণে দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে। পরে আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে এক বিশেষ ধরনের মৃত্যু দান করিবেন। দোজখের আগুনে জ্বলিয়া-পুড়িয়া যখন একেবারে কয়লায় পরিণত হইবে, তখন আল্লাহ পাক সুপারীশকারীগণকে তাহার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করিবেন। অবশ্য কেহ কেহ বলিয়াছেন, শাস্তি ভোগের পর এই অপরাধীরা যথার্থই মৃত্যুবরণ করিবে। কেহ বলিয়াছেন, তাহাদের জীবন-প্রদীপ একেবারেই নিভিয়া যাইবে না, বরং প্রাণের স্পন্দন তখনো কিছুটা অবশিষ্ট থাকিবে এবং মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিবে। অর্থাৎ– এই অবস্থাকেই মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করিয়া 'মুরদার' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। (মুসলিম শরীফ)

বেহেশত-দোজখের মাঝামাঝি

عن ابى سعيد رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة و النار فيقتص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى اذا هذبوا و نقوا اذن لهم فى دخول الجنة . (رواه البخارى)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানগণ দোজখ হইতে নাজাত পাওয়ার পর বেহেশত ও দোজখের মাঝামাঝি একটি পুলের উপর আটককৃত হইবে। দুনিয়ার জীবনে একে অন্যের যেই হক নষ্ট করিয়াছিল, সেখানে উহার ক্ষতিপূরণ বিনিময় হইবে। পরস্পরের ক্ষতিপূরণ সম্পন্ন হওয়ার পর তাহাদিগকে বেহেশতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইবে। (বুখারী, মেশকাত)

অবশেষে আল্লাহর ক্ষমা

عن ابى سعيد رضى الله عنه فى حديث طويل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بعد ان ذكر المرور على الصراط) حتى اذا خلص المؤمنون من النار فو الذى نفسى بيده ما من احد منكم باشد منا شدة فى الحق قد تبين لكم من المؤمنين لله يوم القيمة لاخوانهم الذين فى النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا و يصلون و يحجون فيقال لهم اخرجوا من عرفتم فيحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا ما بقى فيها احد ممن امرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خير فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول ارجعوا فمن فى قلبه مثقال نصف دينار من خير فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من خير فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا فيقول الله شفعت الملائكة و شفع النبيون و شفع المؤمنون و لم يبق الا ارحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم

يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم فى نهر فى افواه الجنة يقال له نهر الحيوة فيخرجون كما تخرج الحبة فى حميل السيل فيخرجون كاللؤلو فى رقابهم الخواتم فيقول اهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن ادخلهم الجنة بغير عمل عملوه و لا خير قدموه فيقال لهم لكم ما رأيتم و مثله معه ·

(متفق عليه)

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুলসিরাত অতিক্রমের বিবরণ দানের পর বলেন, মুসলমানগণ যখন জাহান্নাম হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে– ঐ মহান জাতের কসম, যাহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, তখন তাহারা মুসলমান ভ্রাতাদের জন্য এমনভাবে আবেদন-নিবেদন শুরু করিবে যে, দুনিয়াতে কেহ নিজের পাওনা উসুলের জন্যও এতটা করে না। তাহারা আরজ করিবে, আয় পরওয়ারদিগার! ইহারা তো আমাদের সঙ্গে রোজা-নামাজ ও হজ্ব আদায় করিত। আল্লাহ পাক বলিবেন, যাহারা তোমাদের পরিচিত, তাহাদেরকে (দোজখ হইতে) বাহির করিয়া লইয়া যাও। তাহাদের চেহারাতে আগুনের কোন চিহ্ন থাকিবে না। এই পর্যায়ে তাহারা বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে দোজখ হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া পুনরায় আরজ করিবে, আয় পরওয়ারদিগার! যাহাদের সম্পর্কে আপনার হুকুম মিলিয়াছে, তাহাদের একজনও আর দোজখে নাই। অর্থাৎ পরিচিত সকলকেই আমরা তথা হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি। তবে এখনো অন্যান্য বহু মুসলমান দোজখে রহিয়া গিয়াছে।

আল্লাহ পাক বলিবেন, তোমরা আবার যাও এবং যাহাদের অন্তরে এক দীনার বরাবরাও ঈমান দেখিতে পাও, তাহাদেরকেও বাহির করিয়া আন। তখন তাহারা আরো বহু সংখ্যক মুসলমানকে দোজখ হইতে বাহির করিয়া আনিবে। আল্লাহ পাক বলিবেন, তোমরা আবার যাও এবং যাহাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণও ঈমান দেখিতে পাও তাহাদেরকেও উদ্ধার করিয়া আন। এইবারও তাহারা বহু সংখ্যক দোজখীকে বাহির করিয়া আনিবে। আল্লাহ পাক আবারও দোজখীদেরকে উদ্ধারের হুকুম দিয়া বলিবেন, যাহাদের অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমানও দেখিবে, তাহাদেরকেও উদ্ধার করিয়া আন। এই পর্যায়ে আরো বহু সংখ্যক দোজখীকে বাহির করিয়া আনা হইবে। এইবার তাহারা আরজ করিবে, পরওয়ারদিগার! ঈমানদার বলিতে আর কেহ অবশিষ্ট নাই। আল্লাহ পাক এরশাদ করিবেন, ফেরেশতারা সুপারিশ করিয়াছে, নবীগণ সুপারিশ করিয়াছেন,

মোমেনদের সুপারিশও সমাপ্ত হইয়াছে, এখন কেবল আরহামুররাহেমীন ব্যতীত আর কেহই অবশিষ্ট নাই।

অতঃপর তিনি আপন হাতের মুঠি ভরিয়া এমন সব দোজখীদেরকে বাহির করিয়া আনিবেন, জীবনে যাহারা কোন নেক আমল করে নাই এবং দোজখের আগুনে জ্বলিয়া-পুড়িয়া কয়লা হইয়া গিয়াছিল। দোজখ হইতে উদ্ধারের পর তাহাদেরকে বেহেশতের সামনে অবস্থিত "নাহ্রুল হায়াত" নামক নহরে নিক্ষেপ করা হইবে। ফলে বর্ষা-স্নাত উপকূলীয় উর্বর পলি মাটিতে কোন বীজ বপন করিলে যেমন উহা পুষ্ট বদনে অঙ্কুরিত হয়, অনুরূপভাবে তাহারাও নাহ্রুল হায়াতে অবগাহন করিয়া অপরূপ রূপ-লাবণ্যে সৌন্দর্য মণ্ডিত হইয়া বাহির হইবে।

তাহাদের গ্রীবাদেশের বিশেষ চিহ্ন দেখিয়া অপরাপর বেহেশতীগণ বলিবে, ইহারা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহপ্রাপ্ত। ইহারা (পরকালের জন্য) কোন নেক আমল করে নাই, কোন ভালাইও করেন নাই। আল্লাহ পাক বিনা আমলেই ইহাদিগকে বেহেশত দান করিয়াছেন। অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ (বেহেশতের নাজ-নেয়মত) উহা তো তোমরা পাইবে বটেই, বরং উহার দ্বিগুণ পাইবে।

ফায়দা ঃ এখানে স্মরণ রাখিবার বিষয় হইল, যাহারা (জীবনে কোন নেক আমল করে নাই এবং) শুধুমাত্র আল্লাহর রহমত বলেই সকলের শেষে জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইবে, তাহারা কিছুতেই কাফেরদের দলভুক্ত নহে। কারণ ইসলাম কোন অবস্থাতেই কাফেরদের পরিত্রাণ অনুমোদন করে নাই। তাহারা চিরকাল জাহান্নামের আগুনে শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

এখন প্রশ্ন হইল, তবে সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত এই দলটি কাহারা? সম্ভবতঃ ইহারা ঐ সকল মানুষ যাহাদের নিকট কোন পয়গম্বর পৌঁছায় নাই। সুতরাং না তাহাদিগকে কাফের বলা যাইবে– যাহার পরিণাম অনন্তকালের জাহান্নাম; আর না নবীগণের অনুসারীদের মত মোমেন বলা যাইবে। কারণ, যাহাদের নিকট কোন নবীর আগমনই ঘটে নাই, তাহাদের পক্ষে নবীর অনুসরণ এবং মোমেন হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। আর মোমেন না হওয়ার কারণে অন্যান্য মোমেনদের সঙ্গে তাহারা বেহেশতে যাওয়ার সুযোগ পায় নাই। তাহারা কাহারো সুপারিশও লাভ করিতে পারে নাই। বর্ণিত হাদীসের বাহ্যিক অর্থ হইতেও এই কথাই প্রমাণিত হয়। হাদীসের বাক্যটি এইরূপ–

بغير عمل عملوه و لا خير قدموه *

"ইহারা কোন নেক আমল করে নাই, কোন 'ভালাই'ও করে নাই।"

মোটকথা, 'ভাল' বলিতে তাহারা কিছুই করে নাই। এখানে 'ভাল' দ্বারা ঈমানের কথাই বুঝানো হইয়াছে। এখন কথা হইল, তাহারা তো কোন নবীর দাওয়াতই পায় নাই; সুতরাং ভাল-মন্দ সম্পর্কে তাহারা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই অবস্থায় কেমন করিয়া তাহারা দোজখে নিক্ষিপ্ত হইল? উহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, অনেক অপরাধ এইরূপ আছে যাহা নবী আসিয়া বলিয়া দিতে হয় না, নিজের বিবেক দ্বারাও এই বিষয়ে সতর্ক হওয়া যায়। যেমন, জুলুম-অত্যাচার, অপরের সঙ্গে অন্যায় আচরণ এবং মানুষের হক নষ্ট করা ইত্যাদি। সম্ভবতঃ এই জাতীয় অপরাধের জন্যই তাহাদিগকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। পরে ঐ সকল গোনাহ্ হইতে পাক-সাফ হওয়ার পর আল্লাহ পাক তাহাদিগকে দোজখ হইতে মুক্তি দিয়াছেন।

কিংবা এমনও হইতে পারে যে, তাহারা মোমেনদের দলভুক্ত বটে, কিন্তু তাহাদের ঈমান এতই দুর্বল ও কমজোর ছিল যে, উহার ফলে তাহারা কোন ওলী বা নবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই (এবং কেহ তাহাদের জন্য সুপারিশও করে নাই)। আল্লাহ্ পাক মানুষের সকল অবস্থা সম্পর্কেই পরিজ্ঞাত, তাহাদের দুর্বল ঈমানের কথাও তিনি জানিতেন। যখন কেহই তাহাদিগকে চিনিতে পারিল না, তখন সবশেষে আল্লাহ পাকই তাহাদিগকে দোজখ হইতে মুক্ত করিলেন।

এই ক্ষেত্রে হাদীসে বর্ণিত "তাহারা কোন ভালাইও করে নাই" বাক্যটিতে ভালাই এর অর্থ হইবে ঈমান। অর্থাৎ তাহাদের 'ভালাই বা ঈমান এতই দুর্বল ছিল যে, উহা হিসাবের মধ্যে গণ্য করা হয় নাই। বিষয়টি আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।

পরিশিষ্ট

প্রিয় পাঠক! মনে কর, এই কিতাবটি নিজের আত্মার অবস্থা কল্পনা ও মোরাকাবা করা এবং আত্মার ব্যাধিসমূহ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার একটি ব্যবস্থাপত্র। এখন ইহার ব্যবহার বিধি বর্ণিত হইতেছে। এই কিতাব পাঠের পর ইহা দ্বারা ফায়দা হাসিল করা তথা আখেরাতের প্রতি আগ্রহ পয়দা করিবার নিয়ম এই যে, প্রত্যহ দিনে বা রাতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই কিতাবে বর্ণিত বিষয়গুলিকে মনে মনে কল্পনা করিবে। মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিবে যে, এই দুনিয়া নিছক একটি দুঃখ-কষ্টের আবাস মাত্র। সেই দিন কবে আসিবে, যেই দিন আমার আসল বাড়ী অর্থাৎ আখেরাতের বিচ্ছেদ হইতে মুক্তি পাইব? রহমতের ফেরেশতাগণ আমাকে আমার আসল বাড়ীতে লইয়া যাইতে আসিবে। মৃত্যুর পূর্বে হয়ত বা আমার কিছু রোগ-ব্যাধি দেখা দিবে, কিন্তু উহার বিনিময়ে আমার গোনাহ-খাতাসমূহ ক্ষমা হইয়া যাইবে এবং আমি যাবতীয় গোনাহ্ হইতে পবিত্র হইয়া যাইব। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় ফেরেশতাগণ আমাকে ঐ সকল সুসংবাদ শোনাইবে যাহা এই কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে। ফেরেশতাগণ আমাকে সসম্মানে লইয়া যাইবে। কবরে শয়ন করাইবার পর হাদীসে বর্ণিত বিবিধ নেয়মতসমূহ আমি অবলোকন করিব। অতঃপর আমার আত্মীয়বর্গ ও বন্ধু-বান্ধবগণের রূহের সঙ্গে আমার মোলাকাত হইবে। আমি বেহেশতে ঘুরিয়া বেড়াইব। দুনিয়াতে আমার কোন ছদকায়ে জারিয়া থাকিলে কিংবা কোন মুসলমান ভাই আমার জন্য দোয়া করিলে উহার বদৌলতে আমি আরো অধিক নেয়মত লাভ করিতে থাকিব। অতঃপর কেয়ামতের দিনও আমার উপর এইরূপ আরাম-আসানী হইবে। সবশেষে বেহেশতে আমি জাহেরী ও বাতেনীভাবে বিবিধ নেয়মত ভোগ করিব।

মোটকথা, একটি নিদিষ্ট সময় বাহির করিয়া মনে মনে এই সকল কথা কল্পনা করিয়া (পারলৌকিক নেয়মতসমূহের) স্বাদ সম্ভোগ করিবে। আর পরকালের আজাব ও গজবের কথা মনে পড়িলে মনে মনে এইরূপ খেয়াল করিবে যে, আজাব হইতে বাঁচিয়া থাকা তো আমার এখ্‌তিয়ারী বিষয়। ইচ্ছা করিলেই আমি নিজেকে পরকালের আজাব ও মুসীবত হইতে রক্ষা করিতে পারি। কি কি কাজ করিলে আখেরাতে আজাবের শিকার হইতে হইবে, তাহা আমাদিগকে পূর্বাহ্নেই অবহিত করা হইয়াছে। এক্ষণে আমি যদি সেই সকল কাজ হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া চলি, তবে কি কারণে আমার উপর আজাব হইবে? নিয়মিত এইভাবে ধ্যান ও কল্পনা করিতে থাকিলে শীঘ্রই আখেরাতের

প্রতি মনের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইয়া দুনিয়ার আকর্ষণ ও মায়া-মহব্বত হ্রাস পাইতে থাকিবে।

অর্থাৎ– উপরে বর্ণিত নিয়মে কিছু দিন আমল করিবার ফল এই হইবে যে, এতদিন যেই দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ ও মোহাব্বত ছিল, এখন উহার পরিবর্তে ক্রমেই দুনিয়ার প্রতি বিরক্তি ও ঘৃণা পয়দা হইবে। আর আখেরাতের প্রতি যেই ভয়-ভীতি ও অনাসক্তি ছিল, উহার পরিবর্তে এখন আখেরাতের প্রতি মহব্বত ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

এইভাবে নিয়মিত আখেরাতের ধ্যান ও মোরাকাবা করিলে উপরোক্ত ফায়দা তো হইবে বটেই, সেই সঙ্গে ইহা একটি মূল্যবান এবাদতও বটে। শরীয়তে এইরূপ আমলের প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে এবং ইহার বহু ফজিলতও বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে এতদ্‌সংক্রান্ত কিছু হাদীস উল্লেখ করা হইল–

মৃত্যুর স্মরণ

عن انس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر الموت فانه يمحص الذنوب و يزهد فى الدنيا ٠ (اخرجه ابن ابى الدنيا)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বেশী বেশী মৃত্যুর কথা স্মরণ কর। কেননা, মৃত্যুর স্মরণ মানুষকে পাপাচার হইতে পবিত্র রাখে এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও নিরুৎসাহ পয়দা করে। (ইবনে আবিদ্দুনিয়া, শারহুছ্‌ছুদূর)

মৃত্যুর আগমন অবধারিত

عن الرضين بن عطاء رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حس من الناس بغفلة من الموت جاء فاخذ بعضادة الباب ثم هتف ثلاثا يا ايها الناس يا اهل الاسلام اتتكم المنية راتبة لازمة جاء الموت بما جاء به جاء بالروح و الراحة و الكثرة المباركة لاولياء الرحمن من اهل دار الخلود الذين كان سعيهم و رغبتهم فيها ٠ (اخرجه البيهقى)

রোজাইন ইবনে 'আতা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখিতেন যে, লোকেরা মৃত্যুর কথা ভুলিয়া যাইতেছে। তখন তিনি তাহাদের নিকট তাশরীফ লইয়া যাইতেন এবং দরজার

কপাট ধরিয়া তিনবার ডাকিয়া বলিতেন, হে লোকসকল! হে ইসলামের অনুসারীগণ! মৃত্যু তোমাদের নিকট অবশ্যই আসিবে, মৃত্যুর সঙ্গে আরো অনেক কিছুর আগমন ঘটিবে। যাহারা বেহেশতের জন্য আসক্ত থাকিবে এবং বেহেশত পাওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকিবে, আল্লাহ পাকের সেই সকল প্রিয় বান্দাদের জন্য মৃত্যু শান্তি ও কল্যাণের সওগাত লইয়া আসিবে। (বায়হাকী, শারহুছ্ছুদূর)

মৃত্যুর অধিক স্মরণকারী শহীদের মর্যাদা পাইবে

في شرح الصدور : قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يحشر مع الشهداء احد قال نعم من يذكر الموت في اليوم و الليلة عشرين مرة قلت و من راقب كما ذكرت كان ذكره له اكثر من عشرين للكثرة فى الروايات التى هى محل المراقبة ·

একদা রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্লাহর রাসূল! শহীদদের সঙ্গে অন্য কাহারো হাশর হইবে কি? জবাবে তিনি এরশাদ করিলেন, যেই ব্যক্তি দিবারাতে বিশ বার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিবে (শহীদদের সঙ্গে তাহাদের হাশর হইবে)।

আমি তো বলি, ইতিপূর্বে আমি পরকালের ধ্যান তথা আখেরাত ও মউতের মোরাকাবার যেই পদ্ধতি উল্লেখ করিয়াছি, কেহ যদি উহার উপর আমল করে, তবে প্রত্যহ বিশ বারেরও বেশী মৃত্যুর কথা স্মরণ হইয়া যাইবে। কারণ বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী যতগুলি হাদীস সামনে রাখিয়া মোরাকাবা করিতে হইবে, উহার সংখ্যা বিশের অনেক বেশী হইবে। (শারহুছ্ছুদূর)

আশা ও ভয়ের মাঝামাঝি অবস্থান

সকল মুসলমানেরই ইহা জানা আছে যে, আল্লাহর আজাব ও গজবের কথা স্মরণ করিয়া নিছক ভয় করিলে কিংবা আল্লাহর রহমতের উপর শুধু আশাবাদ পোষণ করিলেই ঈমানে পূর্ণতা অর্জন করা যাইবে না। বরং ঈমানের পূর্ণতা হাসিল হয় আশা ও ভয়ের মাঝামাঝি অবস্থান দ্বারা। কোরআন ও হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণিত। কিন্তু এই কিতাবে শুধু আশার কথাই বলা হইয়াছে, কোথাও ভয়ের কথা বিবৃত হয় নাই। ইহা দ্বারা যেন কেহ এইরূপ মনে না করেন যে, আমরা কেবল মানুষকে আশাবাদী হইতে উপদেশ দিতেছি এবং পরকালের ভয়াবহ আজাবের কথা ভুলিয়া যাইতে পরামর্শ দিতেছি।

আসলে আমাদের এই কিতাব রচনার উদ্দেশ্য হইল, মানুষের অন্তরে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও ঘৃণা পয়দা করা এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহ ও মোহাব্বত পয়দা করা। এই ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক বর্ণনাসমূহের অবতারণাই অধিকতর কার্যকর বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে। কারণ যখন আখেরাতের প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণ পয়দা হইবে, তখন সেই অনুযায়ী নেক আমল করিবারও হিম্মত পয়দা হইবে। বস্তুতঃ আমাদের যাবতীয় আয়োজনের মূল লক্ষ্যই হইল মানুষের অন্তরে এই 'হিম্মত' পয়দা করা। আসলে আজাবের আলোচনা এবং আশাবর্দ্ধক আলোচনা– এই উভয়বিধ আলোচনার মূল লক্ষ্যই এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ নেক আমলের প্রতি মানুষের হিম্মত পয়দা করা।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, যদিও এই কিতাবে কেবল আশাব্যঞ্জক আলোচনারই অবতারণা করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহাও ভীতি সঞ্চারের বর্ণনার সহায়ক বটে। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই ইহাকে ভীতি সঞ্চারের পরিপন্থী বলা যাইবে না। কারণ, বর্ণিত উভয় বর্ণনারই লক্ষ্য এক ও অভিন্ন।

মোটকথা, আল্লাহ পাকের রহমতের উপর যেমন আশা পোষণ করিতে হইবে, তদ্রূপ আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি এবং পরকালের আজাব ও গজবের ভয়ের কথা ভুলিয়া গেলেও চলিবে না। পবিত্র কোরআনে ঈমানের পরিপূর্ণতার আলামত প্রসঙ্গে এরশাদ হইয়াছে–

و الذين من عذاب ربهم مشفقون ۰ ان عذاب ربهم غير مأمون *

অর্থাৎ– এবং যাহারা তাহাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে ভীত-কম্পিত। নিশ্চয় তাহাদের পালনকর্তার শাস্তি হইতে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না।

প্রসঙ্গঃ দীর্ঘ হায়াত

তৃতীয় অধ্যায়ের শেষের দিকে একটি সংশয় এবং উহার জবাব উল্লেখ করা হইয়াছে। সেখানে বিভিন্ন হাদীস দ্বারা হায়াতের উপর মউতের প্রাধান্য উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যায়– কোন কোন হাদীসে মৃত্যুর বাসনা এবং মৃত্যু-কামনা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ইহার জবাবে বলা হইয়াছিল যে, দীর্ঘ জীবন লাভ করিলে অধিক নেকী উপার্জন কিংবা গোনাহ্ হইতে তওবা করার সুযোগ হয়। এই বিবেচনায় মৃত্যু অপেক্ষা জীবনকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাইতে পারে। অন্যথায় জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই উত্তম ও শ্রেয়ঃ। **কেননা, মৃত্যু**র পরই তো পরকালের অফুরন্ত নেয়মতসমূহ লাভ করা যাইবে।

এখানেও আমরা উপরোক্ত জবাবটিকেই আরেকটু ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করিতেছি। বস্তুতঃ একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, যেই সকল হাদীস দ্বারা মৃত্যু অপেক্ষা জীবনকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে উহা মৃত্যুকে অগ্রাধিকার দানকারী হাদীসসমূহেরই সম্পূরক বটে। কেননা, ঐ সকল হাদীসের মূল কথা হইল, "উত্তম মৃত্যু" লাভের উদ্দেশ্যেই দীর্ঘ জীবন কামনা করা। নিছক জীবনই মূল উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই ক্ষেত্রেও মৃত্যুকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হইতেছে। নিম্নের হাদীসেও ইহাই বিবৃত হইয়াছে–

عن زرعة ابن عبد الله ان النبى صلى الله عليه وسلم قال يحب الانسان الحياة و الموت خير لنفسه · (اخرجه البيهقى)

হযরত জুরআ' বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ জীবনে বাঁচিয়া থাকিতে ভালবাসে, অথচ মৃত্যুই তাহার জন্য উত্তম। (বায়হাকী, শারহুছ্ছুদূর)

কতিপয় ঘটনা

মানুষ সাধারণতঃ অন্য মানুষের ঘটনা ও জীবনাচরণ তথা জীবন্ত উদাহরণ দ্বারা অধিক প্রভাবিত হয়। এই কারণেই এখানে এই জাতীয় কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হইল। উহা পাঠ করিলে মানুষ আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট ও উৎসাহিত হইবে।

নবীজীর অবস্থা

عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبى يمرض الا خير بين الدنيا و الآخرة و كان فى شكواه الذى قبض اخذته بحة شديدة فسمعته يقول مع الذين انعمت عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين · فعلمت انه خير · (متفق عليه)

আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, এমন কোন নবী নাই যাহাকে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্য হইতে যে কোন একটিকে গ্রহণ করার এখ্তিয়ার দেওয়া হয় নাই। তিনি যেই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ওফাত প্রাপ্ত হন, সেই রোগে এক পর্যায়ে তাহার আওয়াজ একেবারে ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তখন আমি তাহাকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি– "আমি তাহাদের সঙ্গে থাকিতে চাই যাহাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করিয়াছেন, অর্থাৎ নবী, ছিদ্দিক, শহীদ ও ছালেহীনগণের সঙ্গে"। এই সময় আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, তাহাকেও অনুরূপ এখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে। (বুখারী, মুসলিম, মেশকাত)

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনা

اخرج احمد ان ملك الموت جاء الى ابراهيم عليه صلوة الله و سلامه ليقبض روحه فقال ابراهيم يا ملك الموت هل رأيت خليلا ليقبض روح خليله فعرج ملك الموت الى ربه فقال قل له هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله فرجع قال فاقبض روحى الساعة (شرح الصدور)

মালাকুল মউত রূহ কবজ করিবার উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট আগমন করিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, হে মালাকুল মউত! তুমি কি

এমন কাহাকেও দেখিয়াছ, যে তাহার বন্ধুর জীবন কাড়িয়া লয়? মালাকুল মউত এই কথা শুনিয়া ফিরিয়া গেলে আল্লাহ পাক তাহাকে বলিলেন, তুমি গিয়া তাঁহাকে বল যে, আপনি কি এমন কোন বন্ধু দেখিয়াছেন, যে তাহার বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হওয়াকে অপছন্দ করে? ফেরেশতা পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং আল্লাহ পাকের প্রশ্নটি হযরত ইবরাহীমকে শুনাইলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই কথা শুনিবামাত্র বলিলেন, এক্ষুণি তুমি আমার রূহ কবজ কর। (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ঘটনা

عن عمر رضى الله تعالى عنه قال : اللهم ضعفت قوتى و كبر سنى و انشرت رعيتى فاقبضنى اليك غير مضيع و لا مقصر فما جاوز ذلك الشهر حتى قبض . (اخرجه مالك)

হযরত ওমর (রাঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করিয়াছিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! আমার দৈহিক শক্তি দুর্বল হইয়া গিয়াছে, আমার বয়সও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আমার (শাসনাধিন) রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। এখন আপনি আমাকে উঠাইয়া নিন, যেন আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত না হই। অপরাধী সাব্যস্ত না হই। অতঃপর সেই মাসটি অতিক্রম হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ পাক তাহাকে উঠাইয়া লইলেন। (মোয়াত্তা ইমাম মালেক, শারহুছ্ছুদূর)

মালাকুল মউতকে স্বাগতম

عن الحسن قال كان فى مصركم هذا رجل عابد فخرج من المسجد فلما وضع رجله فى الركاب اتاه ملك الموت فقال له مرحبا لقد كنت اليك بالاشواق فقبض روحه (شرح الصدور)

একদা হযরত হাসান বসরী (রহঃ) উপস্থিত লোকসকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের এই শহরে এক আবেদ ছিলেন। একদা তিনি মসজিদ হইতে বাহির হইয়া সওয়ারীর পা-দানীতে পা রাখিবার মুহূর্তে মালাকুল মউত আসিয়া তাহার সম্মুখে হাজির হইলেন। আবেদ মালাকুল মউতকে দেখিবামাত্র "মারহাবা" বলিয়া স্বাগতম জ্ঞাপনপূর্বক বলিলেন, আমি তো তোমার জন্য অপেক্ষমান ছিলাম। মালাকুল মউত সঙ্গে সঙ্গে তাহার জান কবজ করিয়া লইলেন।

মউতের আগ্রহঃ কয়েকটি ঘটনা

عن خالد بن معدان قال ما من دابة فى بر و لا بحر يسرني ان تفديني من الموت و لو كان الموت علما يستبق الناس اليه ما سبقني اليه احد الا رجل يغلبني بفضل قوته ٠ (اخرجه ابن سعد و المروزى)

কথিত আছে যে, হযরত খালেদ বিন মা'দান (রাঃ) বলেন, আমি (মৃত্যুকে এতই ভালবাসি যে,) পৃথিবীর জল ও স্থল ভাগের কোন প্রাণীকে আমার মৃত্যুর বিনিময় বলিয়া মনে করিতে পারি না। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল প্রাণীর প্রাণ বিসর্জন দিয়াও যদি মৃত্যুর হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায় তবুও তাহা আমি পছন্দ করিব না। বরং উহা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার নিকট অধিক পছন্দ হইবে। মৃত্যুকে যদি একটি লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করিয়া লোকেরা প্রতিযোগিতা করিয়া সেই দিকে ছুটিয়া যায়, তবে আমার আগে সেখানে কেহই পৌঁছাইতে পারিবে না; একমাত্র সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে আমার তুলনায় অধিক শক্তিশালী। (ইবনে সা'দ, শরহুছ্ছুদূর)

عن ابى مسهر قال سمعت رجلا يقول لسعيد بن عبد العزيز التنوخى اطال الله بقاءك فقال بل عجل الله بى الى رحمته ٠ (اخرجه ابن عساكر)

হযরত আবু মুসহির বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি সাঈদ ইবনে আব্দুল আজীজ তানুখীকে লক্ষ্য করিয়া দোয়া করিতেছিলেন, আল্লাহ পাক আপনাকে দীর্ঘ হায়াত দান করুন। কিন্তু তিনি বলিলেন, না না, বরং আল্লাহ পাক যেন শীঘ্র আমাকে তাহার রহমতের কোলে তুলিয়া নেন। (শারহুছ্ছুদূর)

عن عبيدة بن مهاجر قال لو قيل من مس هذا العود مات لقمت حتى امسه ٠ (اخرجه ابو نعيم)

হযরত ওবায়দা বিন মোহাজির বলিতেন, যদি বলা হয় যে, যেই ব্যক্তি এই কাষ্ঠখণ্ডকে স্পর্শ করিবে, তাহার মৃত্যু অবধারিত, তবে আমি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া যাইব এবং অবলীলাক্রমে উহা স্পর্শ করিব। (আবু নোয়াইম, শারহুছ্ছুদূর)

عن ابى هريرة رضى الله عنه انه مر به رجل فقال له اين تريد قال السوق

قال ان استطعت ان تشترى لى الموت قبل ان ترجع فافعل ۰ (اخرجه ابن ابى شيبة)

এক ব্যক্তি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিল। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইতেছ? জবাবে সে বলিল, আমি বাজারে যাইতেছি। হযরত আবু হোরায়রা বলিলেন, যদি সম্ভব হয় তবে বাজার হইতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে আমার জন্য 'মৃত্যু' খরিদ করিয়া আনিও। (ইবনে আবী শাইবাহ, ইবনে সা'দ)

عن عبد الله بن ابى ذكريا انه كان يقول : لو خيرت بين ان عمر مائة سنة فى طاعة الله و ان اقبض فى يوم هذا او فى ساعتى هذه لاخترت ان اقبض فى يومى هذا او فى ساعتى هذه شوقا الى الله و الى رسوله و الى الصالحين من عباده ۰ (اخرجه ابو نعيم)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবী জাকারিয়া বলিতেন, যদি আমাকে দুইটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার এখ্‌তিয়ার দেওয়া হয়– অর্থাৎ, আল্লাহর এবাদতের মধ্যে থাকিয়া শত বৎসরের হায়াত কিংবা আজ এই মুহূর্তে মৃত্যুবরণ; তবে আল্লাহর মহব্বত, নবীর অনুরাগ এবং নেক বান্দাদের প্রতি ভালবাসার কারণে আজ এই মুহূর্তে মৃত্যুবরণকেই আমি পছন্দ করিব। (আবু নোয়াইম, শারহুছ্‌ছুদূর)

عن احمد بن ابى الحوارى قال سمعت ابا عبد الله الباحى يقول له لو خيرت بين ان تكون لى الدنيا منذ يوم خلقت اتنعم فيها حلالا لا اسئل عنها يوم القيمة و بين ان تخرج نفسى الساعة لا خترت ان تخرج نفسى الساعة اما تحب ان تلقى من تطيع ۰ (اخرجه ابو نعيم)

হযরত আহমাদ ইবনে হাওয়ারী বলেন, আমি হযরত আবু আব্দুল্লাহ বাজীকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যদি আমাকে জীবনের শুরু হইতে দুনিয়ার যাবতীয় সুখ-শান্তি ও হালাল সম্পদের অধিকারী বানাইয়া বলিয়া দেওয়া হইত যে, কেয়ামতের দিন তোমাকে এই সুখ-সম্পদের বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হইবে না– তুমি এই সুখ-সম্ভোগে লিপ্ত থাক কিংবা এই মুহূর্তে তোমার প্রাণবায়ু বাহির করিয়া লওয়া হইবে; তবে আমি এই মুহূর্তে মৃত্যুকেই অগ্রাধিকার দিতাম। বল, তুমি কি আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দাদের সঙ্গে মিলিত

হওয়াকে পছন্দ কর না? (আবু নোয়াইম, ইবনে আসাকির)

ফায়দা ঃ যদি বলা হয় যে, মৃত্যু যদি কোন প্রিয় বস্তুই হইবে, তবে হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট মালাকুল মউত আগমণের পর তিনি তাহার সঙ্গে কঠোর আচরণ করিবার কারণ কি? উহার জবাব এই যে, মালাকুল মউতকে তিনি চিনিতে পারেন নাই। যেমন এক হাদীসে বলা হইয়াছে, মালাকুল মউত প্রকাশ্যভাবে আগমন করিয়াছিলেন। অথচ ছিহাহ্ ছিত্তা হাদীসে আছে, স্বয়ং রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়াতে হযরত জিব্রাইল (আঃ)-কে আসল রূপে দেখিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই।

সুতরাং ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ফেরেশতাকে তাহার আসল রূপে দেখিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। ইহা দ্বারা আরো প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগে মালাকুল মউত নিজের আসল আকৃতিতে না আসিয়া বরং মানুষের ছুরতেই আসিতেন। সুতরাং এই অবস্থায় হযরত মূসা (আঃ) কর্তৃক মালাকুল মউতকে চিনিতে না পারা কোন তাজ্জবের বিষয় নহে।

উপরের পর্যালোচনার পর দেখা যাইতেছে, এই ঘটনা মৃত্যু অপ্রিয় হওয়ার দলীল বহন করিতেছে না।

।। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে সমাপ্ত ।।